চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 May 2019 ■ আগরতলা, ১৭ মে, ২০১৯ ইং ■ ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃণমূলের গুন্ডারা পশ্চিমবঙ্গকে নরকে পরিণত করেছে, তোপ দাগেন মোদি

কলকাতা, ১৬ মে (হি.স.)।। তৃণমূলের গুন্ডারা পশ্চিমবঙ্গকে নরকে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয়, জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার আতঙ্ক থাকে। কিন্তু সেখানে পঞ্চায়েত ভোটে এত হিংসা হয় না। বিনা হিংসায় ভোট হয়। আর এখানে পশ্চিমবঙ্গে ভোটে সব দফায় হিংসা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তথা সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের শেষ তথা সপ্তম দফার নির্বাচনে দমদম লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের সমর্থনে প্রচারে এসে এই ভাষাতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদী।

কমিশনের নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাতেই শেষ হল সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের শেষ তথা সপ্তম দফার নির্বাচনের প্রচার। শেষ দফার শেষ প্রচারে আজ সন্ধেবেলা দমদম লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের সমর্থনে দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে জনসভা করলেন নরেন্দ্র মোদী ঊ এদিন তাঁর গোটা বক্তৃতায় আক্রমণ শানালেন বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিনের প্রচারে জম্মু- কাশ্মীরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা টানলেন নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে শেষদিনের প্রচারে এদিন জোড়া সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে মথুরাপুর, তারপর দমদম। দমদমের সভা থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরিস্থিতিকে জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করে বেনজির আক্রমণ করেন মোদী। সভায় মোদী বলেন, 'জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার আতঙ্ক থাকে। কিন্তু সেখানে পঞ্চায়েত ভোটে এত হিংসা হয় না। সেখানে বিনা হিংসায় ভোট হয়। আর এখানে পশ্চিমবঙ্গে ভোটে সব দফায় হিংসা হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন, ভয় নেই জেলে যেতেও : মমতা

কলকাতা, ১৬ মে (হি.স.)।। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'মারাত্মক' অভিযোগ আনলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ তৃণমূল নেত্রী মমতার মতে, বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনঊ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বুধবার রাতে আমরা জানতে পারলাম, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপিঊ যাতে নরেন্দ্র মোদীর সভার পর আমরা কোনওরকম সভা করতে না পারিঊ নির্বাচন কমিশন হল বিজেপির ভাই, আগে নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু এখন দেশের প্রত্যেকেই বলছেন বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনঊ মথুরাপুরের নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'আমার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু এসব কথা না বলে পারছি নাঊ এই সমস্ত কথা বলার জন্য জেলে যেতেও প্রস্তুত রয়েছিঊ সত্যি কথা বলতে আমি মোটেও ভয় পাই নাঊ' বৃহস্পতিবার দুপুরে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়ার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও জনসভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী চৌধুরী মোহন জাটুয়া, স্থানীয় বিধায়ক দেবশ্রী রায়, যোগরঞ্জন হালদার, জয়দেব হালদার-সহ জেলা ও রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন মথুরাপুরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্টেই পুনর্ভোট, সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্টেই ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে ১৬৮ বুথে পুনর্ভোট হয়েছে, কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জানাল নির্বাচন কমিশন। সাথে স্পষ্ট হয়ে গেল, ৪৩৩টি বুথে ত্রুটির পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট গুরুত্বই পায়নি নির্বাচন কমিশনে। তাই, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের চাছে চেয়েছেন। কারণ, ওই রিপোর্ট তিনি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করে সমস্ত আসনে পুনর্ভোটের দাবির পক্ষে সওয়াল করবেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের ডাকে সাড়া দিয়ে আজ আহমেদ প্যাটেল, জয়রাম রমেশ, অভিষেক মনু সিংভি এবং রাজীব শুক্লাকে নিয়ে কমিশনের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, কমিশন আমাদের জানিয়েছে ৪৩৩টি বুথে পুনর্ভোটের রিপোর্ট বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসী খারিজ করে দিয়েছিলেন। তিনি ১৬৮টি বুথে পুনর্ভোটের সুপারিশ করেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসির ওই রিপোর্ট চেয়েছি। ওই রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ জানানো হবে। পিসিসি সভাপতির কথায়, বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়ম মানেননি, সুপ্রিম কোর্টে তাও জানানো হবে। তিনি বলেন, বিশেষ পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট সঠিক নয়, আগামীকাল সুপ্রিম কোর্টে তার নির্দিষ্ট প্রমাণ দেওয়া হবে।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে পুনর্ভোট চেয়ে আইনী পথেই হাঁটবে প্রদেশ কংগ্রেস। তাতে, ৮ মাস সময় লাগলেও প্রদেশ কংগ্রেস অপেক্ষা করবে।

ভোটের ফল ঘোষণার দিন বৈঠক ডাকলেন সোনিয়া গান্ধী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৬ মে।। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সন্ধ্যায় বিরোধী দলগুলিকে বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনীয়া গান্ধী। লোকসভা নির্বাচনে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি প্রচারে অংশ নেননি। কিন্তু, তলে তলে বিজেপি বিরোধী মঞ্চ শক্তিশালী করার ছঁক কষছিলেন, ২৩ মে বিরোধীদের নিয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্তে তা প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্ট্যালিনের কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌছে গিয়েছে। ওয়াইএসআর কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাম্পাহাউরে পিস্তল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ মে।। নেশাকারবারীর বাড়ির পাশে একটি ঝোপ থেকে পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় খোয়াই জেলার চাম্পাহাউর থানাধীন রামদয়ালবাড়ী এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, রামদয়ালবাড়ী এলাকায় গতকাল নেশা বিরোধী অভিযানে নেমেছিলেন স্থানীয় মহিলারা। ওই অভিযানে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী প্রজেশ দেববর্মা নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার ঝড়ে আগরতলায় গাছ ভেঙে পড়েছে একটি বসতঘরে। বৃহস্পতিবার তোলা ছবি নিজস্ব।

ঝড়ে সদর ও মোহনপুর মহকুমা ক্ষতিগ্রস্থ পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। বুধবার বিকেলে ঘন্টা দেড়েকের ঝড়-বৃষ্টিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর ও মোহনপুর মহকুমায় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সদর মহকুমায় ৩৬টিএবং মোহনপুর মহকুমায় ২৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল সন্ধ্যাতেই মুখ্য সচিবের সাথে বৈঠক করেছেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় সমস্ত ব্যবস্থা রাখার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী কলেজটিলায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করবেন।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক শরৎ দাস জানিয়েছেন, বুধবার বিকেলের ঝড়-বৃষ্টিতে পশ্চিম ত্রিপুরায় জেলায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে, সমগ্র পশ্চিম ত্রিপুরা নয়, সদর ও মোহনপুর মহকুমায় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, গাছ ভেঙ্গে রাস্তায় যানজট দেখা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যহত হয়েছে।

শরৎবাবুর কথায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমায় শুধু মাত্র পুর নিগম এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, পুর এলাকায় ২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৩৪টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া, কলেজ টিলা, এম বি টিলা এবং এ ডি নগর পুলিশ লাইনের সামনে রাস্তায় বড় বড় গাছ ঝড়ে উপড়ে পড়েছে। তাতে দীর্ঘ সময় যানজট দেখা দিয়েছিল। তিনি আরও জানান, আগরতলা শহরে গতকাল অনেক রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এ-কারণেও গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে দীর্ঘ সময় আগরতলা শহরে প্রচন্ড যানজট দেখা দিয়েছিল।

তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকায় গতকাল বিদ্যুৎ পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। কিছু স্থানে বিদ্যুতের লাইনের উপর গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। আবার কোথাও ঝড়ে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে, আগরতলায় বিভিন্ন এলাকা আজ দুপুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল না। তিনি জানান, বাকি এলাকাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও কলেজটিলায় সমস্যা সমাধানে আরো কিছুটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে, বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় গতকাল আগরতলায় জল নিস্কাশনে পাম্পগুলি চালানো যায়নি। তাতে, শহর আগরতলায় আজ সকাল পর্যন্ত কয়েকটি রাস্ত জলমগ্ন ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূগর্ভ থেকে অগ্ন্যুৎপাত কারণ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার মধুবনের ঝড়ঝড়িয়াতে ভূগর্ভ থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় তত্ত্ব খুঁজে বের করতে নেমেছে বিজ্ঞান পর্ষদ এবং ত্রিপুরা মহাকাশ গবেষণা পর্ষদ। আজ অগ্ন্যুৎপাতের স্থানটি খনন করে যে ধরনের উপকরণ উদ্ধার হয়েছে, তাতে নানা বিষয়ে সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন ভূতত্ত্ববিদ অভিষেক চৌধুরী। এই অগ্ন্যুৎপাতের সাথে সাব সার্ভিস আগ্নেয়গিরির মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বলেও তিনি অনুমান করছেন।

আজ অভিষেকবাবু জানিয়েছেন, গতকালের ঘটনার পর এই স্থানে কোন ধূয়া নির্গমন বা অগ্ন্যুৎপাতের মতো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু, স্থানটি প্রচন্ড গরম হয়ে রয়েছে। তাঁর কথায়, ভূগর্ভে তাপমাত্রা ওই সময় অন্তত ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, তাই প্রচন্ড তাপে ভূগর্ভে বিভিন্ন পদার্থ পুড়ে গিয়েছে। তিনি জানান, আজ ওই স্থানে চার ফিট খনন করা হয়েছে। তাতে, বিভিন্ন পদার্থ উদ্ধার হচ্ছে। বেশিরভাগই মাটির পদার্থ হলেও এর একটা অংশ লৌহ ধাতুর মতো শক্ত। ফলে, ওই স্থানের মাটির সাথে ভূগর্ভে উদ্ধার হওয়া পদার্থগুলি পরীক্ষা নিরিক্ষার পর কোথায় বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা পাওয়া যাবে। তাঁর কথায়, তখনই অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃত কারণ বলা সম্ভব হবে।

অভিষেকবাবু বলেন, অনেক কারণে ওই অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। তাঁর কথায়, অনেক সময় থার্মাল এনার্জি মাটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ওই সময় এধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। তবে, সাব সার্ভিস আগ্নেয়গিরির সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাঁর দাবি, ভূগর্ভে পাওয়া সমস্ত পদার্থ, মাটি ইত্যাদির পরীক্ষা করার পরই এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি বলেন, সাব্রুমের বৈষ্ণবপুরের ঘটনার সাথে এই অগ্ন্যুৎপাতের মিল খুজে পাওয়া যায়নি। তাই, বিষদে পরীক্ষা করার পরই ভূগর্ভে কি ধরনের গতিবিধি চলছে তার অনুমান মিলবে।

এদিন, অগ্ন্যুৎপাতের কারন অনুসন্ধানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন গবেষণা আধিকারিক দীপায়ণ ঘোষ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার নটরাজ দত্ত।

ভূতে কাটলো গাছ! কুঞ্জবনে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। ভূতে কাটলো গাছ! এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কারণ, কোনও অনুমতি ছাড়াই কুঞ্জবন টাউনশিপ কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এলাকার প্রচুর গাছ কেঁটে ফেলা হয়েছে। বুধবার মধ্যরাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, দুস্কৃতিকারীরা এই গাছগুলি কেঁটেছে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছালে স্থানীয়দের সাথে তীব্র বাক্ বিতন্ডা হয়েছে।

কুঞ্জবন টাউনশিপ কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগে জবরদখল করে উপজাতি সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবার বসবাস শুরু করেছিলেন। তাদের সাথেই আজ বন দপ্তরের কর্মীদের সাথে বাক্‌বিতন্ডা হয়েছে। জানা গেছে,ওই এলাকার ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের অফিসের উল্টো দিকে বেশ কয়েকটি ইউকেলিপটাস, সেগুন এবং নীম গাছ কেঁটে ফেলা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে কারা এই গাছগুলি কেটেছে তা কেউ বলতে পারছেন না। চিন্তার বিষয় হল, মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক, পুলিশ সুপার সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারীকদের কোয়ার্টার রয়েছে এই এলাকায়। স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ নিরাপত্তা জোন হিসেবেই এই এলাকাটিকে গণ্য করা হয়। কিন্তু, এই এলাকা বেশ কয়েকটি গাছ সকলের চোখ এড়িয়ে কেটে ফেলার ঘটনায় নিসন্দেহে চিন্তার বিষয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

বন কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে স্থানীয় জনগনের দাবি, বহিরাগত দুস্কৃতিকারীরা এই গাছগুলি কেটেছে। কিন্তু, এই ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে কারা জড়িত তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। বনকর্মীরা গাছগুলি নিজেদের হেপাজতে নিয়েছেন। পাশাপাশি এই গাছ কাটার সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করার প্রকৃতি শুরু হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

কুঞ্জবন টাউনশিপ কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে বেশ কয়েকটি গাছ রাতের অন্ধকারে কেঁটে ফেলা হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২১৩ ▫ ১৭ মে ২০১৯ ইং ▫ ২ জ্যৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পবিত্র অধিকার ফিরাইয়া দিতে পারিবে তো?

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া কমিশনের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরজার লড়াই আরও চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। প্রথম দফায় ১১ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। ওই আসনে ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া শাসক দলের বিরুদ্ধে বুথ দখল ও রিগিংয়ের গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছে বিরোধী দল সিপিআইএম এবং কংগ্রেস। সন্ত্রাস কায়েম করিয়া বিরোধী দলের ভোটারদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হইয়াছে বলিয়াও অভিযোগ আনা হইয়াছিল। স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে নিয়া তরজার লড়াই ক্রমশ চাঙ্গা হইতে শুরু করিয়াছে। বর্তমানে ভোট প্রক্রিয়ায় ওয়েবকাস্টিং ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। বুথ কেন্দ্রগুলিতে ভিডিও রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থাও রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, মাইক্রো অবজারভার হইতে শুরু করিয়া সাধারণ অবজারভার ও পুলিশ অবজারভারও নিযুক্ত থাকেন ভোটপর্ব নিস্কলঙ্ক করিবার জন্য। কিন্তু এতো সব ব্যবস্থাপনা থাকা সত্বেও লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনেই শাসকদল বিজেপি একাধিপত্য কায়েম করিবার লক্ষ্যে সর্বগ্রাসী চেষ্টা শুরু করিয়াছিল। প্রশাসন যন্ত্রকেও তারা কাজে লাগাইবার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নাই। কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইচ্ছে করিলে দূর্নীতি সনাক্ত করা তেমন কঠিন কোন ব্যাপার নয়। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা চালাইয়াছে বিরোধী দলগুলি। বিশেষ করিয়া পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে যেভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে তা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন জনগণ কোনদিনই মানিয়া লইতে পারিবেন না। ঘটিয়াছেও তাহাই। বিরোধীরা শাসকদলের এহেন প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেথায় কিভাবে ভোট ডাকাতি হইয়াছে তাহার তথ্য প্রমাণও কমিশনের সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে বিরোধীরা। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ত্রিপুরার পূর্ব আসনের নির্বাচনও নিরাপত্তাজনিত কারণে ১৮ এপ্রিলের বদলে পিছাইয়া দিয়াছে। সেক্ষেত্রে পূর্ব আসনের নির্বাচন অপেক্ষাকৃত অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিরোধী দলগুলি পশ্চিম আসনে নির্বাচনে কারচুপির যেসব অভিযোগ আনিয়াছিল তাহা পরীক্ষা নিরিক্ষা করিয়া ১৬৮টি বুথে পুণরায় ভোট গ্রহণ করিয়াছে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু খুশী হইতে পারে নাই। বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছে। বিষয়টি এখন আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিরোধীরা এই ইস্যুতে আইনী লড়াই ও ময়দানে লড়াই উভয় পক্ষেই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। এখন দেখার বিষয় নির্বাচন কমিশন কি পন্থা অবলম্বন করে। যে নাগরিকদের ভোটাধিকারের মতো পবিত্র অধিকার কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে তাদের অধিকার কমিশন ফিরাইয়া দেয় কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি বাদশাহর আমন্ত্রণ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৬।। সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ চলতি রমজানের শেষ নাগাদ মক্কায় অনুষ্ঠেয় ১৪ তম ওআইসি (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন) সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ঢাকায় নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত আমের ওমর সালেম আজ বৃহস্পতিবার সকালে গণভবনে বাদশাহর আমন্ত্রণ পত্রটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন, প্রেস সচিব ইহসানুল করিম একথা জানান।

প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতির বিষয়ে রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্থ করেছেন।

সৌদি দূত প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, সৌদি বাদশাহ তাঁকে আন্তরিকতার সঙ্গে ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ এবং একইসঙ্গে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সৌদি বাদশাহের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে এখন বাংলাদেশের একটি বিশেষ সম্পর্ক বজায় রয়েছে।তিনি বলেন,সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ককে আমরা বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকি।উত্তরে ভারপ্রাপ্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত বলেন, তাঁর দেশও বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মূল্য দেয়।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।এই পবিত্র মাহে রমজানের শেষ নাগাদ মক্কা নগরীতে ১৪তম ওআইসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে।

সদস্যপদ স্থগিত করার কারণে সিরিয়া ছাড়া ৫৭টি দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানগণ এই সম্মেলনে যোগদান করবেন।সম্মেলনে ফিলিস্তিন ইস্যুসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

সম্মেলনের মক্কা ঘোষণায় ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী অর্ন্তভূক্ত হতে পারে এবং ওআইসি সদস্য রাষ্টগুলোর ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখার অঙ্গীকার অব্যাহত রাখার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হতে পারে।

পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে তাক করে থাকা ব্যালেস্টিক মিসাইলের বিষয় নিয়ে ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জরুরী বৈঠকের তিন বছর পর এবারের ১৪তম ওআইসি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

১৩ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালের এপ্রিলে তুরস্কের ইস্তানবুলে। যাতে ৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

ওআইসি হচ্ছে জাতিসংঘের পরেই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থা, চারটি মহাদেশের ৫৭টি দেশ যার সদস্য। এটি মুসলিম বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাঁদের স্বার্থরক্ষা করে চলে।

জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে মুক্তির পথে 'সাক্ষী'

কলকাতা, ১৬ মে (হি.স.): কলকাতার রাস্তার প্রতি ওলিতে গলিতে বিভিন্ন ধরনের গল্প লুকিয়ে থাকে ঊ তবে,এবার সেই গল্প বলবে 'সাক্ষী'। এক বছর আগে মুক্তি আটকে গেলেও সমস্থ জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক সৌভিক সরকারের নতুন ছবি 'সাক্ষী'ঊ আজ বৃহস্পতিবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সে কথা জানালেন পরিচালক নিজেই।

আগামী ২৪ মে সিনেমা হলে মুক্তি পাবে পরিচালক সৌভিকের 'সাক্ষী' ঊ 'সাক্ষী' ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রী সায়নি ঘোষ ও অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তীকে ঊ এছাড়াও দেখা যাবে দেবংকর হালদার, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়,লকেট চট্টোপাধ্যায়,অনিন্দ্য বন্দোপাধ্যায় আরও অনেককে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সৌভিক সরকার, অভিনেত্রী সায়নি ঘোষ,অভিনেতা দেবংকর হালদার , অনিন্দ্য বন্দোপাধ্যায়।

ছবির প্রসঙ্গে পরিচালক সৌভিক সরকার বলেন , 'এক বছর আগে শুটিং শেষ হয়ে গেলেও ইন্ডাস্ট্রির নানা সমস্যার জন্য মুক্তি আটকে গেলেও অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে এটাই আনন্দেরঊ'সাক্ষী' ছবিটা কলকাতার এক অন্য রূপ তুলে ধরবে এটাই আশা করছি'।

অন্যদিকে অভিনেত্রী সায়নি ঘোষ বলেন, 'সাক্ষী' ছবিতে আমর চরিত্রটা একেবারে অন্যরকমের ।একটা গরিব মেয়ের সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার গল্প ঊপাশাপশি ছবিতে দর্শকরা দেখতে পাবে এক অন্য কলকাতাকে।

এক অঙ্কার ! গুরু নানক

শ্রুতি গোস্বামী

গুরু নানক দেবের ৫৫০ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন শুরু হল এবছরের ২৩ নভেম্বর। যাঁর বাণী বা শিক্ষা সর্বজনীন, সর্বব্যাপী, তাঁকে 'শিখ ধর্মগুরু' পরিচয়ে শুধু মাত্র একটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখাটা অনুচিত হবে। সম্মানিত সাহিত্যিক ভাই গুরুদাস গুরু নানকের আবির্ভাব উপলক্ষে লিখেছিলেন, "সতগুরু নানক প্রগতেয়া, মিতি ধুন্দ জগ চনন হোয়ে"।

নানাকের জন্মের প্রেক্ষাপটকে তিনি তুলে ধরেছেন এই দুটি লাইনে। কেমন ছিল তখনকার ভারতবর্ষ? বারংবার বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতীয় ধার্মিক সংস্থাগুলির গুরুত্ব কমে গিয়েছে। ধার্মিক গুরুরা আর সমাজের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে উঠতে পারছেন না। বিদেশী বিধর্মীরা শুধু যে মন্দিরগুলিকে নষ্ট করেছে তাই নয়, গজনবির মতো হামলাকারীরা নালন্দা বা তক্ষশীলার মতো বিদ্যার পীঠস্থানগুলিকেও তছনছ করে জ্বালিয়ে ছারখার করেছে। ইসলামি ধর্মান্ধদের হাতে রেহাই পায়নি কিছুই। ফলে, জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত, চারিদেকে কেবল হতাশার ছায়া, সমগ্র সমাজ যেন দিকভ্রষ্ট জাহাজের মতন ছন্নছাড়া। এই সামাজিক অবস্থাকেই ভাই গুরুদাস বলেছেন 'ধুন্দ" বা কুয়াশা। এরই মাঝে জন্ম গুরু নানক দেবের, ১৮৬৯ সালে রাইভোলকি তায়ওয়ান্ডি তে (এখনকার নাম নানকানা,সাহেব), যা এখন পাকিস্তানে। তাঁর আবির্ভাবে "চনন" আলোকিত হয় জগৎ তথা অন্ধকারে দিশেহারা মানুষ।

ভগবত ধারণা

গুরু নানক মানুষের সমগ্র জীবনের একটি ধারণা করেছিলেন, যা গড়ে উঠবে ধর্মের ওপরে ভিত্তি করেই। ভগবানকে এতটাই সহজ ভাবে কল্পনা করতে শিখিয়ে ছিলেন তিনি, যাতে সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের কাছেও তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। মূল মন্ত্রে তিনি ভগবান ও তাঁর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেছেন। এবং স্থাপন করেছেন তিনি স্তম্ভ, যা হল নাম জপো, কিরাত করো আর বান্দ চাখো। এই মতবাদগুলি চিরকালীন সত্য এবং বিশ্ব জুড়ে এর কদর রয়েছে। মূল মন্ত্রটি হলঃ "ইক ওঙ্কার সতনাম, করাত পুরখ নিবভাও, নির্ভায়ের, অকাল মুরত আজুনি, সাইবাং, গুরুপ্রসাদ জপ আধ সচ জুগাড় সচ হায় ভি সচ, নানক হসি ভি সচ। এর মানে ভগবান একটাই, তাঁর নামই সত্য এবং চিরন্তন, তিনি প্রধান সৃষ্টিকর্তা এবং কার্যকর্তা, নির্ভয় এবং অজাতশত্রু, তাঁর রূপ চিরন্তন, তাঁর না জন্ম আছে, না কোনও অবতার, তিনি স্বয়ম্ভু , এবং আত্ম আলোকিত। তাঁকে চেনা যাবে সেই জ্ঞানদীপ্ত মানুষের হাত ধরে, যাকে বলা হয় গুরু। ভগবান চিরসত্য ছিলেন গুরু থেকেই, আদিম যুগেও ছিলেন আজও আছেন এবং চিরকাল থাকবেন।

গুরু নানকের ভগবানের এই ব্যাখ্যা ঋগ্ বেদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে যেখানে বলা হয়েছে : "একম সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অর্থাৎ ভগবান একজনই, চিরন্তন, আলোকপ্রাপ্ত গুরুরা তাঁকেই বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। নানক এত সহজ ভাবে ভগবানের ব্যাখ্যা করলেন যে, সাধারণ মানুষের মন থেকে সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল এবং তারা কিছু ভ্রান্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে আর বিশ্বাস না করে নিজেদের জীবনে এই আধ্যাত্মিক-ভাবকে গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম জপো, কিরাত করো আর বান্দ চাখো-এই ত্রয়ীর মধ্যে দিয়েই তিনি এমন একটি সুন্দর এবং উন্নত মার্গ বাতলে দিলেন যা সকলের কাছেই সহজ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এই তিনটি স্তম্ভের ব্যাপারে তাই বিশদে জানার প্রয়োজন আছে।

মৌলিক মতবাদ

গুরু নানক মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন একজন পরম গুরুর ভজনা করতে । এই ভজনার দ্বারা লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ ও অহংকারের মতো নেতিবাচক ভাবনাচিন্তাগুলি থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের মন ভালবাসা, দয়া, বিনম্রতা, সহনশীলতা, ক্ষমা, এবং সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এতে মানব জাতির সামগ্রিক উন্নয় নঘটে।

কিরাত করো মানে এখানে তিনি মানুষকে কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতে উৎসাহিত করেছেন। কোনও সক্ষম মানুষ যেন বাকি শিখ গুরুরা সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। শুধু মাত্র খাবার নয়, অভাবগ্রস্ত মানুষদের ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও গুরুদ্বারাতে দেওয়া হয়।

লঙ্গরের ধারণাটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে একটি সমমাত্রিক সমাজ যেখানে ধনী গরিব এবং সব জাতের মানুষেরা একই জায়গায় পাশাপাশি বসে খাওয়া দাওয়া করেন। যদি লঙ্গরের এই মতবাদটি মানব সমাজে বহুল ভাবে ব্যবহার করা যায়, তা হলে পৃথিবীতে কেউ খালি পেটে শোবে না এবং অভাব বা দারিদ্র মুক্ত একটি সমাজ গড়ে উঠবে। বহু সমস্যার সমাধন হতে পারে এই লঙ্গরের মতবাদ।

আমাদের দেশে বর্ণ ভেগ প্রথমে গড়ে উঠেছিল কর্ম ভাগের ওপরে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উঁচু এবং নিচু বর্ণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কিছু সুবিধাবাদীর দল। ফলে তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষদের জীবন যাপন ক্রমে বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়ায়। এরই সুযোগ নেয় বাইরের আক্রমণকারীরা এবং এই বর্ণ বিদ্বেষ ভারতের মানুষের বিরুদ্ধেই কাজে লাগায়। গুরু নানকের এই বর্ণ ভাগকে অস্বীকার করার ব্যাপারে ভাই গুরদাস লিখেছেন "চারো বর্ণ হি বরণ ক্রায়া" অর্থাৎ তিনি এই জাতপাতের ভেদাভেদ মানতেন না। এবং বর্ণ গোত্র জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ যে সমান এবং কাউকেই যে ছোট করা যায় না, সেই প্রচারেই করেছিলেন তিনি। দেশের ক্ষত্রিয় জাতিকে তিনি তিরস্কার করেছিলেন এই বলে যে, "ক্ষাত্রিয়া ধরম ছাডেয়া", অর্থাৎ বাইরের আক্রমণকারীদের থেকে হাত তেকে দেশকে রক্ষা করার যে পবিত্র কর্তব্য ক্ষত্রিয়দের ছিল, তা তারা ত্যাগ করে বাইরের লুটেরাদের দেশকে অপবিত্র করতে গিয়েছে, তাদের বাধা দেয়নি।

ইসলামি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই

গুরু নানক নিজে যেমন নির্ভাক ও সাহসী ছিলেন, তাঁর শিষ্যদেরও তিনি সেই শিক্ষাই দিতেন। সেই সময়ে ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত করে বাবর এই দেশের শাসক হিসেবে সিংহাসনে বসেন। গুরু গ্রন্থসাহেব-এ 'আসা দি ভার এ বাব্রবানী' হিসেবে গুরু নানকের লেখা পাওয়া যায়, যেখানে তিনি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন যে, বাবার এবং তাঁর লুটেরার দল যখন দেশকে ধ্বংস করছিল তখন কি তুমি একটুও বিচলিত হওনি? বাবরকে তিনি যাবর হিসেবে অভিহিত করেছেন, যার অর্থ লুটেরা বা সন্ত্রাসবাদী।

মানুষে দলে দলে সেই জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে গুরু নানক তাঁর দুই শিষ্য বালা এবং মর্দানার সাথে কীর্তন করতেন। তিনি বহু জায়গা ভ্রমণ করে মানবতারএবং এক ওঙ্কারের বাণী প্রচার করেছিলেন এর পরে। গুরু নানক চতুর্দিকেই ভ্রমণ করেন এবং মানুষের মনে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক বিষয়ে যে সব ভুল ধ্যান ধারণা আছে বা যে সহ মানুষের বোধগম্য হয় না, সেগুলিকে স্বচ্ছ করে তুলে ধরতেন তাঁর প্রথম উদাসির সময়ে তিনি গিয়েচিলেন পূর্বে, কামরূপ এবং বর্মা অবধি, দ্বিতীয় ছিল দক্ষিণে, শ্রী লঙ্কা অবধি, তৃতীয়টি ছিল কাশ্মীর ও তিব্বত পার করে তাশখন্দ অবধি, চতুর্থ উদাসিতে তিনি আরব সাগর অবধি গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন মক্কাতেও বাস করেছিলেন এবং পঞ্চম ও শেষ উদাসির সময়ে তিনি যান সিন্ধ প্রদেশের বেশিরভাগ জায়গায় এবং অবিভক্ত পাঞ্জাবে।

তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ করে তর্কে আহ্বান করতেন এবং নিজের মতবাদ ও শিক্ষা যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ঠিক এই কারণে শিখ ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, অলৌকিক ঘটনা বা রহস্যের কোনও জায়গা নেই। তিনি সব জায়গাতেই মানবতার এবং পরবর্তীকালে এক ওঙ্কারের বাণী প্রচার করেন।

ভারত সরকার বিশ্বজুড়ে গুরু নানকজির ৫৫০ জন্মবার্ষিকী উদযাপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাই আশা করা যায়, নানা ধরনের আলোচনাচক্র ও উৎসব-অনুষ্ঠঅনের মধ্য দিয়ে তাঁর মতবাদ ও শিক্ষা সবার সামনে তুলে ধরা হবে এবং তাঁর উদারতা, মানবিকতা ও ভালবাসার স্পর্শে ধন্য হবে বিশ্বজন।

নবোত্থান

রোমিলা ভাষ্যে নানক দলছুট সুফি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসবিদদের সবসময়ই শিখ ধর্ম নিয়ে সমস্যা ছিল । শিখ ধর্ম সম-মাত্রিক আন্দোলন হিসেবেই শুরু হয়েছিল, যার ভিত ছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও নানাবিধ উপখ্যানে এবং খুব যত্ন সহকারের ভারতীয় মানুষদের ওপরে হওয়া ধার্মিক অত্যাচারকে তুলে ধরে। কিছু ইতিহাসবিদ, বিশেষত যারা মার্ক্সীয়-এম এন রায় নীতি অনুসারী, তাঁদের মতে একেশ্বরবাদ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার থেকে উন্নত এবং তাঁরা সবসময়ই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শিখ ধর্মের গুরুত্বকে খর্ব করার চেষ্টা করে গেছেন। তাই গুরু নানককে তাঁরা ইসলামি প্রভাবে প্রভাবিত একজন একেশ্বরবাদী হিসেবে অভিহিত করেন এবং শিখ ধর্মের আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছেন একটি সাব অল্টার্ন আন্দোলন হিসেবে, যেটা নাকি বাম-মার্ক্সীয় তত্ত্ব দিয়েই সবচেয়ে ভাল ভাবে বোঝানো সম্ভব।

রোমিলা থাপার তাঁর বই "আ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়াতে" গুরু নানককে কার্যত একজন সুফি ধর্মভ্রষ্ট গ্রামীণ হিসেবরক্ষকেরছেলে হিসেবে নানক গ্রাম্য পরিবশ থেকেই উঠে এসেছেন। এক মুসলমান বন্ধুর বদান্যতায় তিনি শিক্ষা পান এবং তাঁকে আফগান প্রশাসনের একজন ভাণ্ডারী হিসেবে পরবর্তীকালে কাজে রাখা হয়। স্ত্রী এবং সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের ত্যাগ করে সুফিদের সঙ্গে যোগ দেন। কিছুদিন পরে তিনি উপমহাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ান এবং মক্কাও দর্শন করেন বলা হয়। শেষের দিকে তিনি তাঁর গ্রামে পরিবারের কাছে ফিরে আসেন। বাকি জীবনটা পাঞ্জাবে থাঁর মতবাদ প্রচার করেন, বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

বইয়ে রোমিলা থাপার লেখেন যে, গুরু নানক শুধুমাত্র ইসলাম মতবাদের দ্বারাই প্রভাবিত হন, আর কিছুতে নয়। হিন্দু বা মুসলিম ধারণার বাইরে গিয়ে তিনি ভগবানকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং এই ধারণা তাঁর তৈরি হয় তখনকার সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি ধর্মের প্রভাবে।

কিন্তু শিখ ধর্ম নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসবিদরা যতই অতি সরলীকরণ করুন, ব্যাপারটা কিন্তু বেশ জটিল। গুরু নানক আসলে একটি ধর্মের সম্প্রসারিতার প্রেক্ষাপটে ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এর সঙ্গেই চলতে থাকে ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া বন্দ করা, ইতিমধ্যেই যাঁরা ধর্মান্তরিত তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো এবং এই কঠিন সমস্যার মোকাবিলায় কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পত্তনের প্রয়াস।

ঐশ্বরিক মদে মত্ত কবি, স্বপ্নদর্শী নানক অস্তিত্ব আর ইহিতাসকে সেই মানসিক সচেতনতা দিয়েই দেখেছিলেন এবং যার প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছিলেন ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্যের রূপক দিয়ে এবং পৌরাণিক কাঠামোকে ব্যবহার করে।

আক্রমণকারীর সঙ্গে একটি মোলাকাত

গুরু নানাক এমন একটি প্রদেশে বাস করতেন যা আক্রমণকারীদের রণক্ষেত্রছিল ৫ জনের মতো ইসলামি রাষ্ট্রশাসকের সমসাময়িক ছিলেন তিনি। তাঁরা হলেন বাহলুল লোধি (১৪৬৯-৮৯), সিকন্দর লোধি ৯১৪৮৯-১৫১৭), ব্রিাহিম লোধি (১৫১৭-১৫২৬), বাবর (১৫২৬-১৫৩০) আর হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৩৯)। শেষের দুজন মূঘল সম্রাট। লেখায় শুধুমাত্র বাবর-এর নাম করে নিন্দা করলেও লোধি বা মুঘল বংশের সম্রাটদের তিনি অধার্মিক এবং অত্যারী মনে করতেন। লোধির শাসন কালে হিন্দুদের তীর্থের কর দিতে হত এবং নানক এই মন্দির বা বিগ্রহের ওপরে চাপানো করের ব্যাপারে লিখেছেন:

---" এবং ভগবান ও মন্দিরগুলিতেও কর ধার্য করা হয়েছে, এটাই এখনকার পরিস্থিতি।"

"—স্নানের পাত্র থেকে প্রার্থনার আসন থেকে প্রার্থনা করার ডাক, সব কিছুই যেন মুসলমানি চাদরে গা ঢেকেছে।"

নানক মুসলমান শাসকদের নিষ্ঠুরতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং যেভাবে তারা সাধারণ মানুষের ওপরের জোর জুলুম চালিয়েছে তাতে বেদনা প্রকাশ করেছেন। বস্তুত ভারতবর্ষের পতন দেখে তিনি বিলাপ করেছেন। সেই জন্য তাঁর লেখা কবিতাতে তিনি কলি যুগের প্রসঙ্গ এনেছেন, যা কিনা দুরাচার ও পতনের কালরূপে কালিমালিপ্ত:

কলি যুগ যেন ছুরি, রাজারা কসাই,
এবং ন্যায় বিচার যেন ডানা
মেলে উড়ে গছে
মিথ্যাচারের আধাঁরে আচ্ছন্ন
চারিদক,
কেউ জানে না, সত্যের চাঁদ ঠিক
কোথায় উদয় হয়,
প্রজারা সব অন্ধ,
আত্মসমর্পণকারী।

বাবরের সঙ্গে গুরু নানকের যে মোলাকাত ঘটেছিল, তা বাওর বাণীতে লিখিত রয়েছে। গুরু নানক পাঞ্জাবে ফিরছিলেন বাগদাদ থেকে এবং ভারত আক্রমণের জন্য বাবরের সৈন্যবল একত্রিত করা তিনি "পাপের বিবাফযাত্রা" বলে অভিহিত করেছিলেন। " ও লালো, পৃথিবী থেকে ধর্ম ও বিনয় ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু মাত্র মিথ্যাচার বিরাজ করেছে"--- নানক দুঃখ করেছিলেন। হিন্দুদেরওপের হওয়া অত্যাচার নিয়ে তিনি যেমন মুখর ছিলেন, ঠিক তেমনি ধর্ম নির্বিশেষে বাবরের সৈন্যদের হাতে অত্যাচারিত হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের কষ্ট নিয়েও তিনি অতিমাত্রায় সরব থেকেছেন।

তুর্কি এবং মুঘল শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিখ ধর্ম রাজা জনক -এর আদর্শ তুলে ধরেছিল। আদি গ্রন্থতেও জনককে আদর্শ শাসক হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে, যিনি সত্যই এমন একজন রাজা যিনি জ্ঞানের পিপাসায় নিমজ্জিত। শিখ গুরুদেরকে এই জনকের সঙ্গেই তুলনা করা হয়। যেমন মিহারবান-এর মতো কিছু কিছু শিখ ঐতিহ্য গুরু নানককেই স্বয়ং জনক বলে গণ্য করা হয়েছে, যিনি জগতে এসেছিলেন ন্যায় ও নিষ্ঠার পুনপ্রতিষ্ঠা করতে।

গুরু নানকের ভগবত ব্যাখ্যা

বিশ্বলোকের সৃষ্টির সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে নানক কবিতায় লেখেন:

গুরুতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এবং
চারিদিকে চম বিশৃংখলা,
না পৃথিবী ছিল, না স্বর্গ,
শুধু মাত্র বর্ণাতিত এই
পরমেশ্বরের ইচ্ছা বিরাজমান,
না ছিল দিন, না রাত, না ছিল
সূর্য না চাঁদ,
শুধু মাত্র সেই পরমেশ্বরের
প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান শূন্যতায়,
না ছিল বায়ু, জল, না ভাষা, না
সৃষ্টির সম্পদ,
না সৃষ্টি না ধ্বংস অথবা আসা বা
যাওয়া,
না সমুদ্র না নদী,না মহাদেশ, ন
নরক, না নন্দনকানন,
না ব্রহ্মা, না মহেশ্বর, না বিষ্ণু,
শুধু আমার পরমেশ্বর,
না কোনও আচার , না অনুতাপ,
না পবিত্র ধর্মগ্রন্থ,
না ইন্দ্রজাল, না কোনো পথ,
না কোনও জা, না গর্ব, না জীবন
না মৃত্যু, শুধু মাত্র তিনিই এই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড করেছেন সৃষ্টি,
তাঁর স্তাবর অপ্রকট ভূমি হতে,
তিনি ইনজেকে প্রকাশ করেছেন
আমাদের কাছে, এবং আমাদের
হৃদ মাঝারে,
তিনিই সেই অস্তিত্বের স্রষ্টা, যা
আমরা দেখি এবং কবি বিশ্বাস।

পাঠকেরা উপরোক্ত পংক্তিগুলি মধ্যে ঋগ্ বেদের বিখ্যাত সৃষ্টি গাথার ঝলক দেখতে পাবেন। নানকের বিশ্ব দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি হল অশুভর অস্তিত্বকে খারিজ করা। থাঁর বোরের গানগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরেরই বাসনাকে প্রকাশ করেছেন, মিশ্রত করেছেন দ্বৈতবাদ ও বিভ্রমকে।

খালসা নিয়ে তাঁর গবেষণাতে অধ্যাপক নিক্ক গুনিন্দর কর সিং দেখেয়েছেন যে ভারতে যে ইসলামি 'এককত্ব'-এর তত্ত্ব প্রচলিত হয়েছিল তার সঙ্গে গুরু নানকের অখণ্ডতার অভিজ্ঞতা পরস্পর বিরোধী।

পশ্চিমী অখণ্ডতার ধারণা কখনই হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈনদের বহুমাত্রকি কল্পনাকে মেনে নিতে পারেনি। গুরু নানক ও খুব স্পষ্ট ভাবে মুসলমান শাসকদের একচেটিয়া আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হননি। যখনই বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বরকে পাওয়ার একমাত্র উপায় আল্লার মধ্যে দিয়ে, বা কোরান একমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বা মসজিদই হল একমাত্র পবিত্র স্থান, তিনি কঠোর ভাবে তার বিরোধিতা করেছেন। খুব রূঢ় ভাবেই তিনি তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা নিজেদের ভাবনা ও পথ অন্যদের ওপরে চাপিয়ে দেয়, বা বলা ভাল, যারা বিভিন্ন পথ এবং তার ঐশ্বর্যকে খর্ব করার চেষ্টায় থাকেন নিজেদের সংকীর্ণ পথ চাপিয়ে দিয়ে। তাঁর এই প্রতিবাদই হয়ে উঠেছিল একটি ইস্তাহার, একটি ডাক।

নানাকের ব্যবহৃত ধার্মিক রূপক এবং সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে বৈদিক যুগের ভূ-সংস্কৃতি একটি বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা আছে। "গুরু নাকের বন্দনা"র রচয়িতা খুশওয়ন্ত সিং বলেছেন।

সংস্কৃতের ব্রাহ্মাণ নানাকের ব্রহ্ম হয়ে উঠেছিল এবং তিনি ব্রহ্মার মধ্যে দ্বৈতবাদ আরোপ করেছিলেন।

নবোত্থান

বৃহস্পতিবার ডিওয়াইএফ ও টিওয়াইএফ'র যৌথ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মাধ্যমিকের ফলাফলে হতাশ করেছে করিমগঞ্জের সরকারি স্কুলগুলি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও মাধ্যামিক পরীক্ষায় করিমগঞ্জের সরকারি স্কুলগুলির ফলাফল অত্যন্ত নিরাশজনক। অন্যান্য বছরের মতো এবারও জেলায় সরকারি স্কুলগুলিকে পিছনে ফেলে বেসরকারি স্কুলগুলি নজরকাড়া ফল করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বুধবারের ফলাফল অনুযায়ী করিমগঞ্জের বেসরকারি রোলান্ডস মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যের ৭৬ জন পাশ করেছে। পাশের হার ৯৯ শতাংশ। এর মধ্যে ১৪ জন ডিস্টিংশন এবং ১৬ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ৩৮, দ্বিতীয় বিভাগে ৮ জন পরীক্ষার্থী পাশ করেছে। লেটার মার্কস এসেছে ১৯০টি।

বেবিল্যান্ড ইংলিশ হাইস্কুলের মোট ৫৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৫০ জন। ৬টি ডিস্টিংশন ও ১৮টি স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ১৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। লেটার এসেছে মোট ১২২টি।

অনুরূপভাবে অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যাভারতী পরিচালিত সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬৪ জন। তাদের মধ্যে পাশ করেছে ৫৯ জন। ৪ জন ডিস্টিংশন এবং ১৭ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ২৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১১ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

করিমগঞ্জ পাবলিক স্কুল (সরকারি)-এর ১০৬ জনের মধ্যে পাশ করেছে মাত্র ১৭ জন।

করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৪৫ জন। ৩ জন ডিস্টিংশন এবং ১ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ১৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১৩ জন পাশ করেছে। লেটার্স মার্কস এসেছে ৪০টি।

ভিখমচান্দ বালিকা হাইস্কুলের ৩৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যেব উত্তীর্ণ হয়েছে ২৭ জন। ১ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১২ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১২ জন পাশ করেছে।

কালিগঞ্জের শিক্ষা বিকাশ হাইস্কুল নজরকাড়া সফলতা পেয়েছে। ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যেী পাশ করেছে ৯৩ জন। ৩ জন ডিস্টিংশন এবং ১৪ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ২৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪৩ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৮ জন পাশ করেছে। লেটার মার্কস এসেছে ১২২টি।

কালিগঞ্জের রাইজিং সান ইনস্টিটিউটের ৪৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩৯ জন। এর মধ্যে ৫ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৩ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১২ উত্তীর্ণ হয়েছেন। লেটার মার্কস এসেছে ৪৫টি।

কালিগঞ্জের আদর্শ শিশু বিদ্যা পীঠের ১৪ জনের মধ্যেয় পাশ করেছে ১৩ জন।

কালিগঞ্জের জনকল্যাণি মডেল হাইস্কুলের ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ২২ জন। প্রথম বিভাগে ২, দ্বিতীয় বিভাগে ৯ এবং তৃতীয় বিভাগে ১১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

গোয়াসপুরের এপিজেএ ইনস্টিটিউটের মোট ২৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যেয় ২১ জন পাশ করেছে। তাদের মধ্যে ৩ জন প্রথম বিভাগে, ১০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৮ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভাঙ্গার গুরুচরণ হাইস্কুলের ১৫৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যেব পাশ করেছে ১২০ জন। ৫ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ১৫, দ্বিতীয় বিভাগে ৫৩ এবং তৃতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভাঙ্গা হাইস্কুলের ২১৫ জনের মধ্যো পাশ করেছে ৭৯ জন। প্রথম বিভাগে ১৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২৯ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৩৭ জন।

ভাঙ্গার মডেল হাইস্কুলের ২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ২০ জন। প্রথম বিভাগে ৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৭ জন।

বদরপুরের আল-আমিন অ্যাকাডেমির মোট ৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যেণ ৭৫ জনই পাশ করেছে। ৭ জন ডিস্টিংশন এবং ১৮ জন স্টার মার্কস-সহ প্রথম বিভাগে ২৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। লেটার মার্কস এসেছে ১৬৬টি।

বদরপুরের সেন্ট অ্যান্থনি স্কুলের ৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যের ৭ জনই উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩ জন এবং দ্বিতীয় বিভাগে ৪ জন পাশ করেছে।

বদরপুর গার্লস হাই মাদ্রাসার ২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যের পাশ করেছে ১৮ জন। প্রথম বিভাগে ৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৯ জন।

বাগারগুল হাইস্কুলের মোট ৬১ জনের মধ্যে পাশ করেছে ৪০ জন। প্রথম বিভাগে ৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ২৬ জন।

শিবেরচকের ন্যাশনাল হাইস্কুলের ২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যেচ পাশ করেছে ২২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১০ জন পাশ করেছে।

মর্জাৎকান্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মোট ১৯২ জনের মধ্যেৎ পাশ করেছে ৮৪ জন। প্রথম বিভাগে পাশ করেছে ৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২১ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৫৭ জন।

নিলামবাজারের স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যা নিকেতন এইচএস স্কুলের ৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৩৯ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯ জন ও তৃতীয় বিভাগে ২৩ জন।

নিলামবাজারের গুণময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০৬ জনের মধ্যে। পাশ করেছে ৪৬ জন। প্রথম বিভাগে ৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৬ জন ও তৃতীয় বিভাগে ২৮ জন।

নিলামবাজারের সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬ জন। পাশ সবাই, ৬ জন। প্রথম বিভাগে ২ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪ জন।

গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মোট পরীক্ষার্থী ৭০। পাশ করেছে ২২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২ জন ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৯ জন।

নিলামবাজারের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমির কুড়িজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কুড়িজনই পাশ করেছে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৫ জন ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন।

মুল্লাগঞ্জের কিশোর বিকাশ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মোট ৪৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন ৩৯ জন। প্রথম বিভাগে ১৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৪ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১২ জন।

তৃণমূলের গুণ্ডারাই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, উত্তর প্রদেশে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী

মৌ (উত্তর প্রদেশ), ১৬ মে (হি.স.): তৃণমূলের গুণ্ডারাই মহামনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি ভেঙেছেঊ বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর প্রদেশের মৌ-এর নির্বাচনী জনসভা থেকে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মমতার জমানায় পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা তৈরি হয়েছেঊ এদিন মৌ-এর নির্বাচনী জনসভা থেকে মমতা ও মায়াবতীকে এক তীরে বিদ্ধ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজনৈতিক স্বার্থে উত্তর প্রদেশ-বিহার এবং পূর্বাঞ্চলের মানুষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নিশানা করছেন, তাঁদের বহিরাগত বলছেন, আমি ভেবেছিলাম বোন মায়াবতী নিশ্চয়ই মমতা দিদিকে তিরস্কার করবেনঊ কিন্তু, বাস্তবে তা হল নাঊ' এরপরই মমতাকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কলকাতায় অমিত শাহের রোড শো চলাকালীন তৃণমূল কর্মীদের গুণ্ডামি আমরা দেখেছি, তাঁরা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিও ভেঙে ফেলেছেঊ বিদ্যাসাগরের মতাদর্শে আমরা বিশ্বাসী, ওই একই জায়গায় বিদ্যাসাগরের বিশাল মূর্তি আমরাই বসাবোঊ' পশ্চিমবঙ্গে অরাজক পরিস্থিতির অভিযোগ এনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কয়েকমাস আগে পশ্চিম মেদিনীপুরে আমার জনসভার সময়, তৃণমূল গুণ্ডারা গুণ্ডামিতে লিপ্ত হয়েছিলঊ পরিস্থিতি এমনই হয়ে গিয়েছিল যে, এরপর ঠাকুরনগরে আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছিলঊ মঞ্চ ছাড়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছিলঊ'

এরপরই সপা-বিএসপিকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এখানে (মৌ) এমন একজনকে সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টি টিকিট দিয়েছে, যে ধর্ষণ মামলায় পালিয়ে বেরাচ্ছেঊ উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির এমন ইতিহাস পূর্বেও দেখা গিয়েছে, জনগণ সবই জানেনঊ কিন্তু, বেহেনজি এমন একজন প্রার্থীর জন্য আপনিও ভোট চাইবেন? মৌ-এর পর চান্দৌলির জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আটটি আসন, ১০টি আসন, ২০-২২টি আসন, ৩০-৩৫টি আসনের জোরে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তাঁরা, কিন্তু দেশের জনগণের মুখে একটাই কথা আরও একবার মোদী সরকার।

লাগামছাড়া গুন্ডামিতে নেমেছে তৃণমূল, অভিযোগ চন্দ্র বসুর

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : ভোটের মুখে তৃণমূল কর্মীরা লাগামছাড়া গুন্ডামিতে নেমেছে বলে অভিযোগ করলেন দলের বিজেপি রাজ্য শাখার সহ সভাপতি তথা কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী চন্দ্রকুমার বসু। বৃহস্পতিবার তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আপনারাও প্রস্তুত থাকুন। আমরা ছেড়ে দেব না।"

চন্দ্রবাবু এদিন সেলিমপুর রোডে সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, "আমাদের সমর্থকদের ওপর ক্রমাগত হুমকি ও হেনস্থা চলছে।" অশোক প্রজাপতি নামে এক দলীয় কর্মীকে এনে দেখানো হয় কীভাবে তাকে মারধর করা হয়েছে। চন্দ্রবাবু অভিযোগ করেন, "বিজেপি করার দায়ে ক'দিন আগে ওর চায়ের দোকান তৃণমূল গুন্ডারা ভেঙে দিয়েছে। আমরা আনন্দপুর থানায় ডায়েরি করেছি। লাভ হয়নি।"

চন্দ্রবাবু এদিন বলেন, "পুলিশি অনুমতি নিয়ে গতকাড় মোদীজীর সভা করা হয়েছে। তা সত্বেও পথে বহু বিজেপি সমর্থককে আটকে দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি গুন্ডাগিরি করছেন করুন। কিন্তুমুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী হিসাবে আপনার সাংবিধানিক দায়িত্ব ভুলে যাবেন না।"প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে দিনের পর দিন মমতা অশালীন মন্তব্য করছেন বলেও এ দিন অভিযোগ করেন চন্দ্রবাবু। বলেন, "কলকাতা দক্ষিণের মানুষ এই ঔদ্ধত্য সহ্য করছেন না। রবিবারের নির্বাচনে এর জবাব মিলবে।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে ৬৬ শিশু

ঢাকা ১৬ মে,(হি.স.) : চার সন্তানের জননী ২৫ বছরেরও কম বয়সী এক রোহিঙ্গা নারী। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এত কম বয়সে কেন তিনি চারটি সন্তান নিয়েছেন। ওই নারীর সোজাসাপ্টা জবাব, আমাদের শক্তি দরকার।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে কক্সবাজার জেলার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন বলেন, এই শক্তি হল তাদের নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী 'সাবলম্বী হওয়া'। একটি রোহিঙ্গা শিশু যদি এক রকম রেশন পায়, তাহলে চারটি চার রকম রেশন পাবে। অর্থাৎ তাদের সুযোগ সুবিধা চারগুণ বেড়ে যাবে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ মোট ৭২ হাজার শিশুর জন্ম হবে। অর্থাৎ প্রতিদিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে জন্ম নিচ্ছে গড়ে ৬৬ শিশু

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রথম থেকেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সর্মকে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন উপকরণও দেওয়া হয়েছে।তবে অধিকাংশ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেতেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জন্ম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী ছিল না।

রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, মোট ৩০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া শতকরা ৩৯ ভাগ পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৪ থেকে ৫ জন। এর বাইরে ৫ থেকে ৮ সদস্যের পরিবার রয়েছে ২১ শতাংশ। ৮ জনের বেশি সদস্য রয়েছে শতকরা ৩ ভাগ পরিবারে। এর মধ্যে পুরুষ ৫২ শতাংশ এবং নারী ৪৮ শতাংশ। মোট রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৫ ভাগই শিশু।

গত বছরের ১৬ মে রাষ্ট্রসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ জানিয়েছিল, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিদিন ৬০টি করে শিশুর জন্ম হচ্ছে। ওই বছরই সেভ দ্য চিলড্রেন জানায়, সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও প্রতিদিন প্রায় ১৩০টি শিশুর জন্ম হচ্ছে।

বাস্তুচ্যুত হয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ২০১৭ সালের ২৯ আগস্ট মাসে যখন বাংলাদেশে আসতে শুরু করে তখন থেকেই ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গা নারীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রক বড়ি ও কনডম দেওয়া হয়। ক্যাম্পের স্বাস্থ্য কর্মীরা জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণে নারীরা কিছুটা আগ্রহী হলেও পুরুষরা একেবারেই আগ্রহী নন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৯ আগস্টের পর থেকে এই পর্যন্ত প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।মানবিক সহায়তা দানকারী সংস্থাগুলোর সহায়তায় ও বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) গঠন করা হয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ৩০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১৫২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও ১০টি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। অথচ এসব কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা প্রসূতির সংখ্যা খুবই কম।

রোহিঙ্গা শিবিরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একেবারেই কার্যকর নয় জানিয়ে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ আবুল কালাম বলেন, রোহিঙ্গারা মায়ানমারে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও অন্ধকারে ছিল।

ফলে এটা নিয়ে তাদের কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই।

তারপরও তাদের সচেতন করার জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে রোহিঙ্গাদের মনোভাব সহসাই বদলাবে এমন ভাবনাকে অমূলক বলে মনে করছেন আবুল কালাম।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. এ এস এম আলমগীর বলেন, প্রথম থেকেই তাদের বোঝানো হচ্ছে, কাউন্সিলিং করা হচ্ছে। কিন্তু এই কাজটা খুব কঠিন। এর কারণ হিসেবে তিনি রাখাইনে পরিবার পরিকল্পনা বলে কিছু ছিল না উল্লেখ করেন।এ এস এম আলমগীর আরও বলেন, ২০১৭ সাল থেকেই সরকার এই বিষয়ে কাজ করছে। কাজ করছে ইউএনএফপিএ। তারা এ দেশে আসার পরপরই জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে আদৌ কোনও কাজ হচ্ছে না।

এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা শিবিরে কত শিশুর জন্ম হয়েছে জানতে চাইলে কক্সবাজারের সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন বলেন, সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব না, কারণ সরকার এই বিষয়ে কোনও জরিপ করেনি। তবে ইউএনএইচসিআর-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ৩২ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে।

আমরা ধারণা করছি, ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ রোহিঙ্গা শিবিরে জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা ৭২ হাজারের মতো হবে।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবার কম্পাঙ্ক ৪.৭

পোর্ট ব্লেয়ার, ১৬ মে (হি.স.): আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেঊ বৃহস্পতিবার বেলা ১২.২২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৭ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, বৃহস্পতিবার দুপুরের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.২২ মিনিট নাগাদ ৪.৭ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জঊ ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ৭.৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশঊ

মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ ভূমিকম্পের জেরে গোটা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছেঊ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূকম্পপ্রবণ। ছোটখাটো কম্পন লেগেই থাকে।

পরিকল্পনামাফিক নিশানা করা হয়েছে মমতাকে, মোদী-অমিতের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মায়াবতী

লখনউ, ১৬ মে (হি.স.): আগামী ১৯ মে উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণঊ কিন্তু, অন্তিম দফার ভোটের ৭২ ঘন্টা আগে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশনঊ শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় প্রচার শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গে শেষ পর্বের নির্বাচনী প্রচার একদিন কম করে দিয়েছে নির্বাচনী কমিশনঊ বৃহস্পতিবার রাত দশটাতেই শেষ হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে শেষ দফার ভোটের সমস্ত প্রচারঊ নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে 'অভূতপূর্ব' ও 'অনৈতিক' বলে বর্ণনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ এবার এই ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবাতীঊ একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে কটাক্ষ করে মায়াবতী বলেছেন, 'এটা খুবই পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং বিজেপির অন্যান্য নেতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেনঊ পরিকল্পনামাফিক তাঁকে নিশানা করা হয়েছেঊ এটা খুবই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবণতা কখনই মানানসই নয়ঊ' বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মায়াবাতী আরও বলেছেন, 'রাত দশটার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নির্বাচন কমিশনঊ অথচ এদিনই পশ্চিমবঙ্গে দু'টি নির্বাচনী জনসভা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীরঊ' মায়াবতীর প্রশ্ন, 'যদি, নিষেধাজ্ঞা জারি করতেই হয় তবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কেন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল না? খুবই অবিচার করা হয়েছে এবং অত্যন্ত চাপের অধীনে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে প্রবল ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ঊ প্রচারের সময় কমিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে অত্রি ভট্টাচার্য্যকে সরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনঊ এডিজি সিআইডি রাজীব কুমারকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছেঊ আপাতত স্বরাষ্ট্রসচিবের কাজ দেখতে বলা হয়েছে মলয় ঘটককে।

বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক গ্রেফতার

বনগাঁ, ১৬ মে (হি.স.) : ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম অর্জুন বিশ্বাস। ২৫ বছরের অর্জুনের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁয়। তার পিতার নাম অরবিন্দ বিশ্বাস।

জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে অর্জুন সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। বেনাপোল সীমান্তবর্তী সাদিপুর সড়ক থেকে তাকে আটক করা হয়। ধৃতের কাছ থেকে মিলেছে ২ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা। রাতের রাস্তায় অর্জুনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের। (বিজিবি) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসংলগ্ন কথা বলতে থাকে। এরপর সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকা। বনগাঁর বাসিন্দা অর্জুন কেন বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে তা জানার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে অবৈধভাবে ঢোকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সপ্তম দফা ভোটে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা,১৬ মে (হি.স.):সপ্তম দফা ভোটগ্রহনণ নিয়ে আরও কড়া হওয়ার নির্দেশ কমিশনের ঊ১৯ মে রবিবার রাজ্যে সপ্তম দফার ভোটে ৭১০ কোম্পানির থেকেও বাড়তে পারে বাহিনী । কলকাতা উত্তরে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ কমিশনের । কলকাতা উত্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়তে পারে ।কলকাতার দুই কেন্দ্রে থাকবে ১৪৬ কোম্পানি বাহিনী ।কমিশনের বাড়তি নজরদারির নির্দেশ ডয়মন্ড হারবার, বসিরহাট, দমদম লোকসভা কেন্দ্রেও । ১৯ মে রবিবার রাজ্যে সপ্তম দফার অথার্ৎ শেষ দফার ভোটগ্রহণ । ভোটগ্রহণ হবে দমদম, বারাসত,

ছয়ের পাতায়

তৃণমূল নেত্রী মমতা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পদদলিত করছেন, করিমগঞ্জে পুড়লো কুশপুতুল

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে পদদলিত করা হচ্ছে। জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে বুঝতে পেরে মমতা পাগল হয়ে গিয়েছেন। দলীয় সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শো-য় তৃণমূলি গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই অগণতান্ত্রিক ঘটনার কঠোর ভাষায় নিন্দা জানান করিমগঞ্জ বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সীমা নন্দি।

ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার শহরের শহিদ সরণিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করেছে বিজেপি-র জেলা মহিলা মোর্চা। সীমা বলেন, 'অহঙ্কারী' মমতা নিজের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে বুঝতে পেরে হিংস্র হয়ে উঠেছেন। তাই তার পালতু গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে সমগ্র রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে বিজেপি-র ভোটারদের দমানোর চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু বিজেপি দমবার পাত্র নয়। এই দলের নেতা, কর্মী, সমর্থকরা যে-কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। ভয়ভীতি দেখিয়ে বিজেপিকে দমানো যাবে বলে ভাবলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন মমতা।

তৃণমূল শাসনের তীব্র সমালোচনা করে জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সীমা নন্দি বলেন, মমতা বাঙালির সংস্কৃতি ভূলুণ্ঠিত করছেন। বাঙালি মনীষীগণ ধৈর্য ও ত্যাগের যে উদাহরণ সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, মমতা ও তার পালতু গুণ্ডাবাহিনী বাংলার মাটিতে তা পদদলিত করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করছেন না।

ছয়ের পাতায়

রবিবারের ভোটে ব্যাপক সংঘর্ষের আশঙ্কা কংগ্রেসের

কলকাতা, ১৬ মে (হি. স.) : আগামী রবিবার নির্বাচনের শেষ দফাতেও ব্যাপক গন্ডগোলের আশঙ্কা করছে কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের উদ্বেগের কথা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র এবং সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। বলেন, "১৯ তারিখ কী হয় দেখবেন। "এ দিন প্রদীপবাবু রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতরে এদিন সোমেনবাবু বলেন, নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন অঞ্চলের দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশকে। তা কার্যকরী করা হয়নি। এর জন্য দায়ী কমিশনই। কারণ, ভোটের ঘোষণার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায় বর্তায় কমিশনের ওপর। প্রদীপবাবু বলেন, আমার কাছে খবর আছে বিভিন্ন থানায় আটকদের সাময়িকভাবে শর্তাধীনে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ভোটে সন্ত্রাসের জন্য। শাসক দলের নির্দেশে এ জিনিস হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব থেকে অত্রি ভট্টাচার্যের অপসারণকে স্বাগত জানিয়ে সোমেনবাবু বলেন, "কমিশনকে উনি যে চিঠি দিয়েছেন, তা লেখার এক্তিয়ায় ওনার একেবারে নেই। তবে, যেভাবে ২৪ ঘন্টা আগে নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল, তা অত্যন্ত অন্যায় সিদ্ধান্ত। এতে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে।" রবিবারের ভোটে হামলার আশঙ্কা প্রসঙ্গে প্রদীপবাবু বলেন, "সিইও দাবি করছেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। কথাটা আদৌ ঠিক নয়। আপনারা নিজেরা দেখে আসতে পারেন। সোমেনবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করছেন বাইরের গুন্ডা ঢুকছে। তা, আইবি কেন সেই খবর আগাম দিতে পারছে না? দিলেও কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? ক'টা হোটেল থেকে বহিরাগত গুন্ডা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তারকা নয়, ১৭ বছর পর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সাদামাটা ভাবেই ধরা দিলেন সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মালডিহা গ্রামে। তবে কর্মসূত্রে আপাতত মুম্বইতেই থাকেন সুশান্ত সিং রাজপুত। প্রথমে হিন্দি ধারাবাহিক ”পবিত্র রিস্তা”, তারপর কাই পো চে, এম এস ধোনি, কেদারনাথ সহ একাধিক ছবির মাধ্যমে অভিনেতা সুশান্ত এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। কাজের ব্যস্ততার কারণেই দীর্ঘদিন হল দেশের বাড়িতে যেতে পারেননি সুশান্ত। অবশেষে দীর্ঘ ১৭ বছর পর সম্প্রতি নিজের দেশের বাড়ি মালডিহাতে গিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। উদ্দেশ্য, প্রয়াত মা ও ঠাকুমার ইচ্ছাপূরণ করা।সমস্ত স্টারডম ভুলে নিজের গ্রামের বাড়ির সমস্ত সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশে গেলেন বলিউড তারকা। আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবদের কাছে সুশান্ত সেখানে তারকা নন, এক্কেবারেই তাঁদের কাছের মানুষ। দেশের বাড়িতে যাওয়াই নয় সেখানকার খগড়িয়ার ভগবতী মন্দিরে পুজোও দেন সুশান্ত। প্রাচীন রীতি মেনে সমস্ত রীতি নীতি শেষ করার পর নিজের চুলও কেটে ফেলেন অভিনেতা।তারকা সুশান্তের এই সাদামাটা জীবন কাটানোর ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। কখনও সুশান্তকে খালিপায়ে গ্রামের মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেছে, কখনও বা বাইক নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কিংবা মাচায় বসে আড্ডা মারতে।”স্পট বয়” সূত্রে খবর, সুশান্তের পৈত্রিক বাড়ি মালডিহা গ্রামে হলেও পরবর্তীকালে সুশান্তের পরিবার পাটনাতে চলে আসেন, সেখান থেকে বসবাস শুরু করেন দিল্লিতে। ২০০২ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মা করে হারিয়েছিলেন সুশান্ত। মায়ের মৃত্যুর পরই সুশান্তের পরিবার মালডিহা ছেড়ে পাটনায় চলে আসে। পরবর্তীকালে দিল্লিতে গিয়ে নিজের পড়াশোনা শেষ করেন অভিনেতা। গ্রামের বাড়িতে সুশান্তের সঙ্গে দেখা যায় তাঁর বাবা কে কে সিং কেও।

গুরুত্ব দেওয়া উচিত আয়োডিন

দেখতে প্রজাপতির ডানার মতো ‘থাইরয়েড’ আমাদের শরীরের একটি গ্রন্থিরনাম। বাদামী রঙের এ গ্রন্থিটি থাকে আমাদের গলার স্বরযন্ত্রের দু’পাশে। এর কাজ হলো আমাদের শরীরের কিছু অত্যাবশ্যকীয় হরমোন উৎপাদন করা।

এ হরমোনের তারতম্যের জন্য শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, শরীর মোটা হওয়া, ক্ষয় হওয়া, মাসিক সমস্যা, ত্বকের সমস্যা হার্টের এবং চোখের সমস্যা দেখা দিতে পারে। বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণসহ বিশেষক্ষেত্রে ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও থায়রয়েড হরমোনের তারতম্যকে দায়ী করা হয়। তাই শারীরিক কার্যক্ষমতা সঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় এ হরমোন শরীরে থাকা একান্ত জরুরি বলেইমনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

শুক্রবার (২৫ মে) বিশ্ব থায়রয়েড দিবস। ২০০৯ সাল থেকে সারা বিশ্ব এ দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে দিবসটি উদযাপিত না হলেও থায়রয়েড রোড সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো গত কয়েক বছর ধরেই দিবসটিকে যথাযথভাবে পালন করছে।

বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি (বিইএস) এ বছর বিশ্ব থায়রয়েড দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের (ঢামেক) এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে শনিবার (২৬ মে) ঢাকেমের গ্যালারি ১-এ বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের আয়োজন করেছে।

বিইএসের সভাপতি অধ্যাপক ডা: ফারুক পাঠান জানান, বাংলাদেশে থায়রয়েড সমস্যার সকল ধরণকে এক সঙ্গে হিসেব করলে তা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের অবস্থানও অনেকটা এরকমই। প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের প্রায় ২ শতাংশ এবং পুরুষদের প্রায় ০.২ শতাংশ থায়রয়েড ও হরমোনের বৃদ্ধি জনিত সমস্যায় ভোগে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এর হার ৩.৯শতাংশ থেকে ৯.৪ শতাংশ হারে থাকতে পারে।

শিশুদের এ রোগে আক্রান্ত হবার বিষয়ে তিনি জানান, নবজাতক শিশুদেরও থায়রয়েড হরমোন ঘাটতি জনিত সমস্যা হতে পারে।

থায়রয়েডের হরমোন ঘাটতি হলে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পরবর্তী সময়ে দৈহিক বৃদ্ধির সমতা আনা গেলেও মেধার উন্নতি করা সম্ভব হয় না।

তিনি জানান বাংলাদেশ একটি গলগন্ড বা ঘ্যাগবহুল মানুষের দেশ। গলগন্ড রোগীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও তা ৮.৫ ভাগের কম নয়। থায়রয়েড ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধির দিকে। বাংলাদেশের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও গলগন্ড রোগীদের ৪.৫ ভাগের কাছাকাছি থায়রয়েড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

এ বিষয়ে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা: হাফিজুর রহমান জানান, থায়রয়েড হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিক থেকেও থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। সাধারণত আয়োডিনের অভাবে গলাফুলা (গলগন্ড) রোগ হয়ে থাকে, যাকে আমরা ঘ্যাগ রোগ বলি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের বেশিরভাগ স্কুলগামী শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের আয়োডিনের অভাব রয়ে গেছে। আয়োডিন শরীরে অতি প্রয়োজনীয় এবং তা থায়রয়েড হরমোন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশে থায়রয়েডেরচিকিৎসা পরিস্থিতি সম্পর্কে বি ই এসের সহ সবাপতি অধ্যাপক ড় মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, দীর্ঘদিন থেকে থায়রয়েডের রোগীরা এদেশে চিকিৎসা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন হাসপাতাল এ হরমোন জনিত রোগটির চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

সলমন খান আর অজয় দেবগনের সঙ্গে এ কোন সম্পর্কের কথা বললেন তাব্বু!

নয়াদিল্লি: ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে নিজেকে একটি দারুণ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। প্রচুর হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের জন্য তৈরি করেছেন দু”টি নির্শত সম্পর্কও।

কথা হচ্ছে বলিউড নায়িকা তাব্বুর। এই কর্মজীবনের ফাঁকেই তাঁর জীবনে এমন দু”জন এসেছেন, যাঁদের ওপর তিনি চোখ বুজে ভরসা করতে পারেন। তাঁরা হলেন সলমন খান আর অজয় দেবগন।সলমন আর অজয়ের সঙ্গে তাঁর নিঃশর্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এক সঙ্গে কাজ করতে করতে এক সময় একই পরিবারের সদস্যের মতোই হয়ে গিয়েছেন তিন জনে। তিনি বিশ্বাস করেন, এই সম্পর্কের কোনো দিন বিনাশ ঘটবে না।৪৭ বছরের তাববু সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই দুই জনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিঃ শর্ত। গোটা কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে-পাকিয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, সহকর্মী থেকে একই পরিবারের সদস্যে পরিণত হয়েছেন। এঁদের দুই জনের সঙ্গেই কাজ করতে এসেই পরিচয়। কিন্তু এখন সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে, যেখানে তিনি জানেন তাঁরা কোনো অবস্থায় তাঁকে একা ছাড়বেন না। এঁরা এমন মানুষ যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতেরর পর কাজের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এমন নয় যে, এই সম্পর্ক সারাক্ষণ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বা একে অপরের থেকে অনুগ্রহ নিয়ে দৃঢ় হয়েছে। বা সারাক্ষণ কৃতজ্ঞতা বা বন্ধুত্বের প্রচার করে যাওয়া হয়। বরং এর ভীতটাই তৈরি হয়েছে ভরসা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়ে। তাই তিনি এই দু”জনকে নিঃশর্ত ভাবে ভালোবাসেন।- মালাইকার শরীরচর্চার ভিডিও দেখে অমৃতা বলছেন ”শো অফ”তিনি বলেন, সলমনের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন যেন কোনো রকম লেনদেনের সম্পর্কহীন। কোনো রকম নামহীন একটা সম্পর্ক।১৯৯৪ সালে তাববু প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ”বিজয়পথ” ছবিতে। তাঁর বিপরীতে ছিলেন অজয়। অজয়ের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ”হকিকত”, ”তক্ষক”, ”দৃশ্যম”, ”ফিতুর”, ”গোলমাল এগেইন”। সামনেই আসতে চলেছে পরবর্তী ছবি ”দে দে প্যায়ার দে”।সলমনের সঙ্গে তাববু অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ”বিবি নম্বর ১”, ”হাম সাথ সাথ হ্যায়”, ”জয় হো”। সামনেই আসছে নতুন ছবি ”ভারত”।

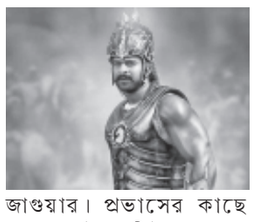

রক্ত দেয়ার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। পরিবারের সদস্য বা বন্ধু বান্ধব কারো রক্তের প্রয়োজন হলে আমরা অনেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই। তবে মনে রাখবেন শুধু রক্ত দিলেই চলবে না। রক্ত দেয়ার আগে ও পরে রক্তদাতাকে বেশ কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আসুন জেনে নেই রক্ত দেয়ার আগে ও পরে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন।

রক্ত দেয়ার আগে

তরল খাবার

রক্ত দেয়ার আগে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিন কিন্তু তৈলাক্ত কিছু খাবেন না। রক্তদানের অগে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে।

ঘুমিয়ে নেবেন

যেদিন রক্ত দেবেন তার আগের রাতে অনেকটা সময় ভালো করে ঘুমিয়ে নেবেন। রক্ত দেয়ার দুইদিনের মধ্যে মাথা ব্যথার কোনও ওষুধ খাবেন না।

আন শুনতে পারেন

গান শুনতে পারেন অথবা আপনার আশেপাশে থাকা অন্যান্য ডোনারদের সাথে কথা বলতে পারেন। এমন একটি শার্ট পড়ুন যেটার হাতা কনুইয়ের উপর ওঠানো যায়। সবচেয়ে ভালো হয় টি শার্ট পড়লে। রক্ত দেয়ার সময় কোনও চাপ অনুভব করা যাবে না।

রক্ত দেয়ার পরে

অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়

যেদিন রক্ত দেবেন ওইদিন ভারী কোনও জিনিস বহন করবেন না। রক্ত দেয়ার পর চার গ্লাস জল খান এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় গ্রহণ করবেন না।

চুলকানি

আপনার হাতের যে জায়গায় ব্যান্ডেজ লাগানো থাকে ওইটা অন্তত কয়েক ঘন্টা রাখুন। ব্যান্ডেজ খুলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন। নইলে চুলকানি হতে পারে।

মাথা ঘোরা

রক্ত দেয়ার পরপর হঠাৎ করে দাঁড়ালে অনেকের মাথা ঘোরাতে পারে এবং দুর্বর্ল লাগতে পারে। এরকম হলে একটু শুয়ে থাকুন। একটু ভালো করলেই আবার উঠে দাঁড়ান।

আয়রন, ফোলাইট

আয়রন, ফোলাইট, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন বি ৬ সমৃদ্ধ খাবার যেমন লাল মাংস, মাছ ডিম, কিশমিশ, কলা ইত্যাদি খাবার বেশি করে খাবেন। এসব খাবার আপনার রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিশ্রমের

প্রচুর পরিমাণে জল ও জল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন। এই ব্যাপারে মোটেও অবহেলা করবেন না।

কয়েক ঘন্টার জন্য শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং বেশ কিছুদিন সাধারণ সময়ের তুলনায় একটু কম পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিন।

তিন মাস পর

রক্তদানের তিন মাস পর নতুন করে রক্ত দিতে পারবেন। এর আগে কোনোভাবেই পুনরায় রক্ত দেবেন না।

গেম ইজ ওভার”, আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে হুইল চেয়ারে বন্দি তাপসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে একাই রয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই কোনও একটি কারণে বেশ আতঙ্কিত তাপসী পন্নু। কোনওকিছু নিয়ে তিনি যে বেশ উদ্বিগ্ন তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। জখম পা নিয়ে হুইলচেয়ারে বসে থাকা তাপসীকে কোনও এক আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই এই আতঙ্ক থেকে বের হতে পারছেন না। মিলছে না স্বস্তি। মঙ্গলবার মুক্তি পাওয়া ”গেম ইজ ওভার” ছবির টিজারে এভাবেই ধরা পড়েছেন তাপসী পন্নু। গোটা ট্রেলার জুড়ে যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে অভিনেত্রীকে। তাঁর কম্পিউটারে অবিরত চলছে ”প্যাক ম্যান” গেম। ট্রেলার দেখে অনুমান করা যায় ছবিতে তাপসীর চরিত্রটা একজন ভিডিও গেম ডিজাইনারের। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তাপসীর আতঙ্ক শুরু হয় তাঁর বাড়িতে কোনও এক ব্যক্তির কড়া নাড়ার আওয়াজে। বেশ বোঝা যায় বাড়িতে উপস্থিত কোনও এক আযাচিত অতিথি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। প্রতি মুহূর্তে এই আতঙ্কই তাড়া করে বেড়াতে থাকে তাঁকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোনও এক ব্যক্তিকে দেখতেও পান তিনি, তারপর? ট্রেলারটি শেষ হয়েছে হুইল চেয়ার থেকে তাপসীর পড়ে যাওয়া ও কম্পিউটারের তার ও ভিডিও গেমসের রিমোটে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায়। সবমিলিয়ে ”গেম ইজ ওভার”-এর ট্রেলারটি দেখলে আপনারও হৃদস্পন্দন যে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

যেসব কারণে বাড়ে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি

স্তন ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্তন ক্যান্সার থেকে দরে থাকতে হলে সচেতনতাই প্রথম কথা। কিন্তু আমাদেরই প্রতিদিনের কিছু কাজ এই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

আসুন জেনে নেই যেসব অভ্যাসে বাড়ায় স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি।

সঠিক মাপের ব্রা

স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকাস্নের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার না করা স্তন ক্যান্সারের ঝুকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিস্যুগুলোকে ঠিকমত সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট হলে স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকা

সারাক্ষণ ব্রা পরে থাকার কারণে ঘাম, আর্দ্রতা জমে থাকা সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। ঘরে থাকার সময়টুকুতে ব্রা ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।

প্লাস্টিকের বক্স

প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। এর বদলে কাঁচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

চুল রঙিন করা

চুল রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত রঙের ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সারও। তাই ভালো ব্র্যান্ডের ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর সবচেয়ে ভালো হয় মেহেদি ব্যবহার করতে পারলে।

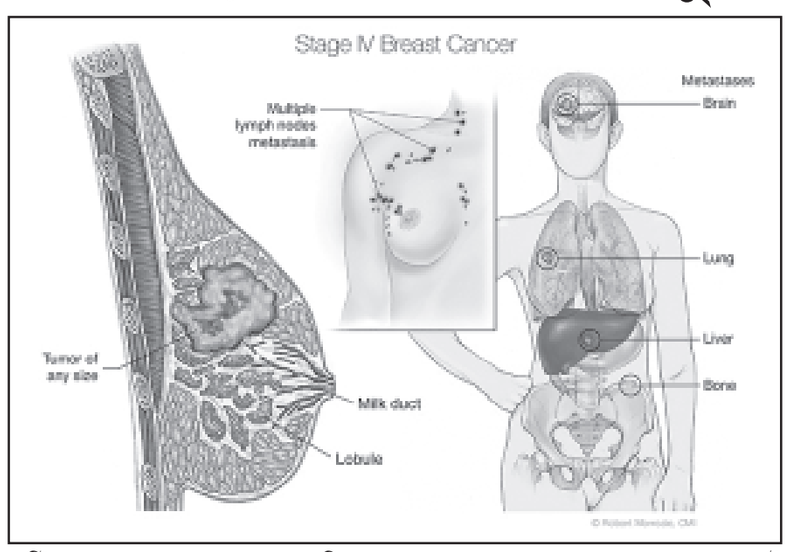

এয়ার ফ্রেশনার এয়ার ফ্রেশনারএয়ার ফ্রেশনারে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং রাসায়নিক যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে, তার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বরং ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। ঘর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।নেপথলিন

কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে বা বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনে, সিঙ্কেও নেপথলিন ফেলে রাখেন অনেকেই। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হয়, যা কেবল পোকামাকড়কে দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। এরচেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন।

রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেট

রান্নাঘরের স্কি বা কেবিনেট যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিস্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয়, মাইগ্রেন ও অ্যালার্জির প্রকোপও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই কেমিকেলযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

কানের রেড কার্পেটে হিনা খান! ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়

কান চলচ্চিত্র উতসবের রেড কার্পেটে ছোটোপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিনা খান। এটি তাঁর প্রথমবার কানের রেড কার্পেটে হাঁটার সুযোগ। কেমন সাজলেন, কেমন হাঁটলেন? এই নিয়ে দর্শক-অনুরাগীদের কৌতুহল আর উতসাহের অন্ত ছিল না। তাই রেড কার্পেটে হিনা খানের হাঁটার পরই ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারগিল যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি শর্ট ফিল্ম ”লাইন”-এর স্ক্রিনিংয়ে গিয়েছিলেন হিনা।একটি সুন্দর ধুসর রঙের ঝলমলে গাউনে ২০১৯ কানের শর্ট ফিল্ম লাইনসের রেড কার্পেটে হাঁটলেন হিনা। ভারত থেকে প্রসূন যোশী এবং একতা কাপুরের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন হিনাও। ছিলেন পরিচালক ভিগনেশ শিবনও।যাইহোক, শুধু কান উতসবে নয়, ছুটি কাটাতে দারুণ আনন্দ করলেন প্যারিস শহরেও। দেখলেন প্যারিসকেও।হিনার রেড কার্পেটের পর টুইটার হ্যান্ডেলে কে, কী প্রতিক্রিয়া দিল নিজেরাই দেখে নিন।

দক্ষিণী অভিনেতা প্রভাসের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে অবাক হবেন

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ রাজনীতির ময়দানে বহু নেতাদের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আমরা অবাক হই। কিন্তু বলিপাড়ার এক এক অভিনেতাও পিছিয়ে নেই। তবে দক্ষিণী এই হ্যান্ডসাম অভিনেতার মোট সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আপনি অবাক হবেন। প্রায় সতেরো বছরের কেরিয়ার। দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বড় নাম প্রভাস প্রায় ১৯৬.৩৫ কোটি টাকার মালিক। তাঁর বার্ষিক আয় ৪৫ কোটি টাকা। হায়দরাবাদে প্রভাসের রয়েছে এক বড় ফার্ম হাউজ।

প্রভাস কিছুদিন আগেই একটি গাড়ি কিনেছেন। যার দাম ৬৮ লাখ টাকা। গাড়িটি হল স্কঙ্কড়৩। এছাড়াও প্রভাসের কাছে রয়েছে ২ কোটি টাকা মূল্যের জাগুয়ার। প্রভাসের কাছে রয়েছে আট কোটি টাকা মূল্যের রোলস রয়েজ।

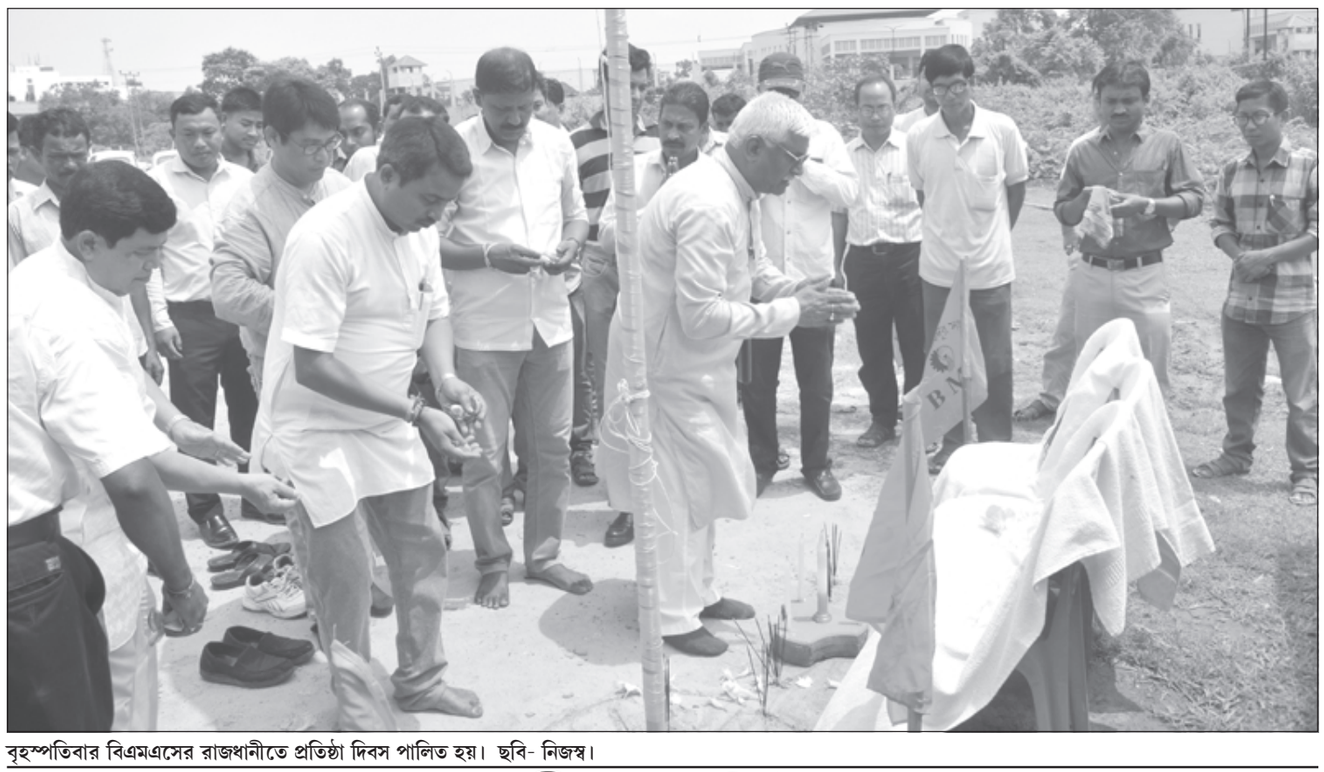

বৃহস্পতিবার বিএমএসের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

গণতন্ত্রের হত্যাকারী ফ্যাসিষ্ট মমতা, দাবি নরসিমহা রাও-এর

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.): বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শো-তে হিংসার ঘটনায় বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। বৃহস্পতিবার ফের এই ইস্যুতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দায় মুখর হলেন বিজেপি নেতা জিভিএল নরসিমহা রাও। সব থেকে বড় ফ্যাসিস্ট এবং গণতন্ত্রের হত্যাকারী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজধানী দিল্লিতে এমন ভাষাতেই আক্রমণ শানালেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা। এদিন জিভিএল নরসিমহা রাও বলেন, নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে হওয়া সমস্ত হিংসার ঘটনার জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব থেকে বড় ফ্যাসিস্ট হচ্ছেন তিনি। বহুবার নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। তৃণমূল সুপ্রিমোর নির্বাচনী প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবি তুলে জিভিএল নরসিমহা রাও বলেন, তৃণমূলকে ভোট না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন মন্তব্য করার জন্য তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের। এমন ধরণের মন্তব্য গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। মমতা এবং তৃণমূল রাজ্যের হিংসার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যার দৃষ্টান্ত গোটা দেশের কোথাও নেই। অন্য রাজ্যেও বিজেপি নির্বাচনে লড়ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যা হচ্ছে তা অনন্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করার জন্য মায়াবতীকে কটাক্ষ করে নরসিমহা রাও বলেন, মায়াবতী এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে বহু বিজেপি কর্মীদের খুন হতে হয়েছে। বিজেপির হাতে পরাজয়ের ভয় থেকেই এমন অবস্থান নিয়েছেন মায়াবতী এবং মমতা। সুবিধাবাদী ২০টি রাজনৈতিক দল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের জন্য সবার এককাট্টা হওয়া উচিত। কিন্তু, এই সকল রাজনৈতিক দলগুলি মমতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গায় বিস্মিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রপৌত্র

কলকাতা,১৬ মে (হি.স.):বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে অসন্তুস্ট সকলেইউ আপামোর বঙালী হতবাক এই ঘটনায়উএই ঘটনায় বিস্মিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রপৌত্র ড: প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রপৌত্র পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ড: প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে জানান, 'মঙ্গলবার যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয়। আমি দুঃখিত ও বিস্মিত। সমাজের জন্য তিনি যা করেছেন তাতে শুধুমাত্র বাংলা নয়, গোটা দেশই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর মতো একজন মহৎ মানুষের মূর্তির সঙ্গেও এই ধরনের ঘটনা ঘটলো তাও দেখতে হবে কোনওদিনও ভাবিনি । এই ধরনের ঘটনা বাংলায় কীভাবে ঘটলো তা আমি ভাবতেই পারছি নাউ বিদ্যাসাগর সারা দেশের গর্ব ও সরকারের উচিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া''।

প্রসঙ্গত,মঙ্গলবার ছিল বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শো উ ওইদিন জেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে কালো পতাকা দেখিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র উ রোড শো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এলে পরিস্থিতি উত্তেজিত হয়ে পরে উ অমিত শাহের রোড-শো চলাকালীনই টিএমসিপি ও এবিভিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় উ কলেজ স্ট্রিট হয়ে যা রেশ গিয়ে পৌঁছয় বিদ্যাসাগর কলেজে উ সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তিনটি বাইকে উ ভাঙে কলেজের ভিতরে থাকা বিদ্যাসাগরের মূর্তি উ তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয় বিজেপি সমর্থকরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেয়। যদিও বিজেপির দাবি সে সময় কলেজের গেট বন্ধ ছিল উ আজ ক্যাম্পাসে বিদ্যাসাগরের মূর্তির কাছে পৌঁছাতে হলে দুটো গেট পেরোতে হয়। প্রথমটি লোহার গেট, পরেরটি কাঠের দরজা। যা কলেজের গেটে আগে থেকেই তালা ছিল। তাই দুটি গেট পেরিয়ে ওই মূর্তি ভাঙা বিজেপির পক্ষে সম্ভব নয় উ ভিতর থেকেই মূর্তি ভেঙে বিজেপির বিরুদ্ধে আভিযোগ তোলা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে, দাবি সুরজেওয়ালার

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের সময়সীমা ২৪ ঘন্টা কমিয়ে আনার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিন্দায় মুখর হল কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় গণতন্ত্রে কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরেজেওয়ালা। এদিন রাজধানী দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রণদীপ সিং সুরেজেওয়ালা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চাপে পড়ে কাজ করে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এমন নির্দেশিকা জারি করে মথুরাপুর এবং দমদমে নির্বাচনী জনসভা করতে নরেন্দ্র মোদীকে খোলা ছুট দিয়ে দিল কমিশন। নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি নিজের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি সাংবাধানিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের শাসকদল কমিশনের কণ্ঠরোধ করেছে। এমন নির্দেশিকা জারি করে কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের জায়গায় আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। গণতন্ত্রকে উড়িয়ে দিয়ে কার্যত অমিত শাহের গুণ্ডাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। শাসক বিজেপির জন্য গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। দেশের প্রত্যেক নাগরিক এখন নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। ফলে নির্বাচন কমিশনের উচিত

ছয়ের পাতায়

বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন, ভয় নেই জেলে যেতেও : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মথুরাপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৬ মে (হি.স.): নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 'মারাত্মক' অভিযোগ আনলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ তৃণমূল নেত্রী মমতার মতে, বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনউ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বুধবার রাতে আমরা জানতে পারলাম, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপিউ যাতে নরেন্দ্র মোদীর সভার পর আমরা কোনওরকম সভা করতে না পারিউ নির্বাচন কমিশন হল বিজেপির ভাই, আগে নির্বাচন কমিশন একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু এখন দেশের প্রত্যেকেই বলছেন বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

মথুরাপুরের নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, 'আমার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু এসব কথা না বলে পারছি নাউ এই সমস্ত কথা বলার জন্য জেলে যেতেও প্রস্তুত রয়েছিলউ সত্যি কথা বলতে আমি মোটেও ভয় পাই নাউ' বৃহস্পতিবার সকালেই উত্তর প্রদেশের মৌ-এর নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মহান শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, মহিলা অধিকারের প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাংলার নন, গোটা দেশের বিভূতিউ কেন্দ্রীয় সরকার ওই জায়গায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পঞ্চধাতুর মূর্তি তৈরি করবেউ' এ প্রসঙ্গে মথুরাপুরের নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি নাকি সে (প্রধানমন্ত্রী) বানিয়ে দেবেউ বিদ্যাসাগরের মূর্তি তৈরি করার টাকা বাংলার কাছে রয়েছেউ তিনি কি ২০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন?' মমতা আরও দাবি করে বলেছেন, 'আমরা প্রমাণ দিয়েছি এবং আপনি বলছেন তৃণমূলের গুণ্ডারা মূর্তি ভেঙেছেউ আপনার কি লজ্জা হয় না? মিথ্যেবাদীউ অভিযোগ প্রমাণ করুন, অন্যথায় আমরা আপনাকে জেলে টেনে আনব।

পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে কাজিরঙা জাতীয় পার্কের গেট

কাজিরঙা (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার থেকে পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান বা পার্কের দুয়ার। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে উদ্যানের ভিতরে সব জিপ ও হাতি সাফারি। বৃষ্টিপাতের প্রতি প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের ডিএফও রোহিণীবল্লভ শইকিয়া।

ডিএফও শইকিয়া জানান, বৃষ্টির ফলে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাই উদ্যান কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেক বছর বর্ষার মরশুমে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে চলতি বছরের ১ অক্টোবর থেকে ফের খুলে দেওয়া হবে উদ্যানের দুয়ার।

এদিকে আজ থেকে জাতীয় উদ্যানের ফটক বন্ধ করে দেওয়ায় বহু দেশি বিদেশি পর্যটককে ঘুরে যেতে হয়েছে। কাজিরঙা দর্শনে চেন্নাই থেকে এক পর্যটকের দল এসেছিলেন। তাঁরা উদ্যান না দেখে ফিরে গেছেন অসন্তুষ্টি নিয়ে। তবে উদ্যানের বাইরে থেকে ভিতরের মনোরম দৃশ্য ও এক শৃঙ্গের গণ্ডার-সহ বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু দেখেছেন পর্যটকরা।

কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিগত পর্যটন-বর্ষের তুলনায় এবারে পর্যটকের সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। জৈব-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র দর্শনে দেশ ছাড়াও অসংখ্য বিদেশি পর্যটক এসেছিলেন। জানান, চলতি এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। ফলে উদ্যানের বহু রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে পড়েছে। নানা জায়গায় কৃত্রিম বন্যারও সৃষ্টি হয়েছে। তাই পর্যটকদের সীমাহীন দুর্ভোগের কথা ভেবে প্রতি বছর এই সময় উদ্যানের গেইট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের জন্য ফের খোলা হয় এক অক্টোবরের দিকে।

মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ না করায় আত্মঘাতী সরভোগের ছাত্র

সরভোগ (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : বুধবার প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ না হওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এক ছাত্র। আত্মঘাতী ছাত্রটি সরভোগ থানার অন্তর্গত ২ নম্বর ব্লকের কোকিলা গ্রামের জনৈক সুলতান আলির ছেলে রূপসান আলি।

রূপসানের বাবা সুলতান আলি জানান, তাঁর ছেলের আশা ছিল মাধ্যমিকে সে কমপক্ষে ফার্স ডিভিশনের নম্বর পাবে। কিন্তু গতকাল রেজাল্ট পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে সে। একাধারে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা দিন মুখে একটি শব্দও করেনি। রমজান মাসের উপবাস চলছে। এমতাবস্থায় রাতে খাবার খেতে আসছে না দেখে তার খোঁজ করা হয়। কিছুক্ষণ পর তাদের বসতঘরের পিছনে একটি গাছের ডালে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ছেলের লাশ ঝুলছে দেখেন তাঁরা।

এদিকে ছেলের মৃত্যুতে বাড়িতে শোকের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশের দল আসে। পুলিশ রূপসানের মরদেহ গাছ থেকে নামিয়ে ময়না তদন্তের জন্য রাতেই বরপেটা সিভিল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।

জঙ্গি হিজবুত তাহরীরের দুই সদস্য গ্রেফতার

ঢাকা, ১৬ মে হি.স.) : রাজধানীর কাছে গাজীপুরের শ্রীপুর থানার সাটিয়াবাড়ি এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশ'এর দুই সদস্যকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাপ)। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বুধবার সাটিয়াবাড়ির দেলোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ওই দুইজনকে আটক করা হয়। আটক দুইজন হলেন মোহাম্মদ হামিদ সিরাজী ও ওসামা ফজলে এলাহী। পরে আজ বৃহস্পতিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে আটকের তথ্য জানিয়েছে র‍্যাপ।

র‍্যাপ-১ এর পোড়াবাড়ি ক্যাম্প কমান্ডার আবদুল্লাহ আল মামুন প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক দুইজন জানিয়েছেন যে তারা হিজবুত তাহরীরের সক্রিয় সদস্য। এদের মধ্যে ওসামা সংগঠনের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। তিনি 'ওসামা আবদুল্লাহ'ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক দাওয়াতী সংগঠন 'আইইআরএ' অনুসরণে 'মিশন দাওয়া বাংলাদেশ' নামে ফেসবুক পেজ চালাতেন।সেখানে আন্তর্জাতিক জঙ্গি মতাদর্শের সমর্থনে বিভিন্ন পোস্ট করতেন তিনি। আটক মোহাম্মদ হামিদ সিরাজীর বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদরে ও ওসামা ফজলে এলাহীর বাড়ি রাজধানীতে।

ঘটনাস্থল থেকে জঙ্গি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার মতো ২৩টি বই, একটি নোটবুক,একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে তাদের উত্তরার র‍্যাপ সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

গোটা দেশ বলছে ফের একবার মোদী সরকার : নরেন্দ্র মোদী

চান্দৌলি, ১৬ মে (হি.স.) : কেন্দ্রে যে ফের একবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আসতে চলেছে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের চান্দৌলির নির্বাচনী জনসভা থেকে সেটাই বুঝিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি এদিনের সভায় সপা-বিএসপির বিরুদ্ধেও আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন তিনি।

এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, জনগণ ইতিমধ্যেই বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে ফেলেছে। যারা ৮, ১০, ২০-২২, ৩০ থেকে ৩৫ আসনে লড়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কিন্তু গোটা দেশ বলছে ফের একবার মোদী সরকার। সপা এবং বিএসপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতপাতের উপর ভিত্তি করে সুবিধাবী জোট করেছে সপা-বিএসপি। লখনউ-এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে জোটের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল। এই রাজনৈতিক দলগুলি কয়েকটি জাতিকে নিজেদের চাকর বানিয়ে রেখেছে। পিসি-ভাইপো (মায়াবতী-অখিলেশ) এখন নিজেদের দারিদ্রতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। নিজেদের চারপাশে তারা ধনী দরবারী রেখে দিয়েছে। গরিবদের দুঃখ এদের চোখে পড়ে না।

আলোওয়ার ধর্ষণকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মায়াবতীকে কটাক্ষ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, কিছুদিন আগে আলোওয়ারে এক দলিত মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। সেখানে বহেনজির (মায়াবতী) সমর্থনে চলে কংগ্রেস সরকার এই ধর্ষণকাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে চাইছিল।

চান্দৌলি জনসভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে। আমি কথা দিলাম সেখানেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপন করব।

দেশের যুব সম্প্রদায় যে বিজেপির পাশেই রয়েছে সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ প্রজন্মের ভোটাররা নিশ্চিত হয়েছে যে বিজেপি সরকারই পারবে তাদের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে। দেশের গরিব মানুষও সেটাই মনে করছে। ২০১৪ সালের আগের সময়ে দেশকে নিয়ে যেতে চাইছে না তরুণরা। কারণ সেই সময় প্রতিদিনই সংবাদপত্র ভরে থাকত দুর্নীতির খবরে। সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চে পর্যায় উঠে গিয়েছে। ভারত হচ্ছে বীরেদের দেশ। যারা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ারস্ট্রাইকের বিরোধিতা করছে, তারা আদতে সেই সকল বীর সন্তানদের বিরুদ্ধাচরণ করছে।

ফের হাতির হামলা শালবনীতে, বৃদ্ধকে সামনে পেয়ে আছড়ে মারল হাতি

শালবনী, ১৬ মে (হি. স.) : ভোরের বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ । প্রায় অন্ধকারে বাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল বুনো দাঁতাল । বৃদ্ধকে পালানোর সুযোগ না দিয়েই আছড়ে মেরে ফেলে হাতিটি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বনদফতর জানিয়েছে- আবাসিক হাতির আক্রমণেই এই কান্ড হয়েছে । সরকারি নিয়মে ক্ষতিপুরণ দিয়ে হাতি তাড়ানো হচ্ছে ।

ঘটনাটি ঘটেছে, শালবনী থানার অন্তর্গত জঙ্গলসংলগ্ন গোলকচক গ্রামে । মৃত ব্যাক্তি মঙ্গলু মাহাত (৭৭) । বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিলেন । তখনই অন্ধকারে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দাঁতল হাতি তাকে তুলে আছড়ে মেরে ফেলে । তাঁর চিতারে বাড়ির লোকেরা উঠে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে শালবনী হাসপাতালে ভর্তি করে । সেখানে চিকিতকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন । এরফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে । জেলা শালবনীর জঙ্গলে দীর্ঘদিন ধেই কয়েকটি হাতি আবাসিক হাতি হিসেবে রয়ে গিয়েছে ।

বনদফতরের অনুমান সেই হাতিই মেরে থাকতে পারে । সকালে বনদফতরের আধিকারিকরা গিয়ে ক্ষতিপুরনের আস্বাস দিয়ে হাতি তাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে । বনদফতরে মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিএফও সন্দিপ বেরাওয়াল বলেন - ' আবাসিক হাতির হানাতে মৃত্যু হয়েছে । সরকারি ক্ষতিপুরনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ক্ষতিপুরন দেওয়া হচ্ছে । হাতি তাড়ানোরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । সতর্ক করা হচ্ছে গ্রামবাসীদের ।

বঙাইগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, হত বরযাত্রী দলের এক, আহত দশ

বঙাইগাঁও (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : বরযাত্রী দলের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক ব্যক্তির ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় অপর দশজন আহত হয়েছেন। সংকটজনক অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

ঘটনা বৃহস্পতিবার ভোরে নিম্ন অসমের বঙাইগাঁও জেলার বৈঠামারি গ্রামের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোয়ালপাড়ার দুর্গামন্দিরে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বঙাইগাঁও থেকে এক দল। বিয়ে শেষে বঙাইগাঁওয়ে ফেরার পথে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বরযাত্রী দলের এএস ১৯ বি ৬৯০৬ নম্বরের মারুতি ভ্যানের সঙ্গে ওআর ০১ কিউ ৩৫৫৩ নম্বরের একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। ওই সংঘর্ষে মারুতি ভ্যানের ১১ জন আরোহী গুরুতরভাবে আহত হন। তাদের মধ্যে একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

নিহতকে ভ্যানের চালক বলে শনাক্ত করা হলেও তাঁর নামধাম জানা যায়নি। আহতদের বঙাইগাঁও সিভিল হাসপাতালে এনে ভরতি করা হয়েছে। তাঁদের সকলের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত নিহত কিংবা আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিকে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে বঙাইগাঁও সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দু'টি মুসলিম চরমপন্থী মৌলবাদী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করল শ্রীলঙ্কার সরকার

কলম্বো, ১৬ মে (হি.স.) : দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় বিস্ফোরণের পর এবার নজিরবিহীন ব্যবস্থা নিল শ্রীলঙ্কার সরকার। ন্যাশনাল থাওহিত জামাত (এনটিজে) সহ আরও দু'টি মুসলিম চরমপন্থী মৌলবাদী সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল সরকার। প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপাল সিরিসেনা নজিরবিহীন এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এনটিজে ছাড়া বাকি দু'টি সংগঠন হল জামাতে মিলাতে ইব্রাহিম (জেএমআই) এবং উইলায়াত অ্যাজ সেলানি (ওয়াজ)।

শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে এহেন নির্দেশিকা কার্যত নজিরবিহীন। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘুদের শতকরার হিসেবে হিন্দুদের পরই তাদের স্থান। খ্রিস্টানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র সাত শতাংশ। নতুন করে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার আকাশে ড্রোন ওড়ানোর উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কা আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার পরেই বিভিন্ন জায়গায় গোষ্ঠী সংঘর্ষের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেশে সংখ্যালঘু মানুষের উপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে পুলিশ প্রশাসনকে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন লঙ্কার প্রধানমন্ত্রী।

দু'দিনের সফরে উত্তরাখণ্ড আসছেন প্রধানমন্ত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ মন্দির দর্শনে যাবেন মোদী

দেহরাদূন, ১৬ মে (হি.স.): দু'দিনের সফরে আগামী ১৮ মে উত্তরাখণ্ড আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ ১৮ এবং ১৯ মে দু'দিনের এই সফরে কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে যাবেন প্রধানমন্ত্রীউ বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ দেবেন্দ্র ভাসিন জানিয়েছেন, আগামী ১৮ মে (শনিবার) কেদারনাথ মন্দিরে যাবেন প্রধানমন্ত্রীউ ১৮ মে ভগবান শিবের পূজার্চনা করার পর, পরবর্তী দিন অর্থাত১৯ মে বদ্রীনাথ মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে যাবেন প্রধানমন্ত্রীউ দেবেন্দ্র ভাসিন আরও জানিয়েছেন, দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুরাগ রয়েছেউ প্রধানমন্ত্রীর দু'দিনের এই সফর সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকউ

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ছ'মাস বন্ধ থাকার পর গত ৯ মে পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল কেদারনাথ মন্দিরের দরজাউ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দিরের প্রবেশদ্বারউ আর গত

ছয়ের পাতায়

জঙ্গি হামলায় জখম, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন পিডিপি কর্মী

শ্রীনগর, ১৬ মে (হি.স.): গত সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার জৈইনপোরা এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন মেহবুবা মুফতির দল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র কর্মী ইরফান শেখ এবং মুজাফফর আহমেদউ সপ্তাহখানেক শ্রীনগরের হাসপাতালে চিকিতাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ইরফান শেখ নামে একজন পিডিপি কর্মীউ এখনও হাসপাতালে চিকিতাধীন মুজাফফর আহমেদ নামে অপর পিডিপি কর্মী।

গত ৮ মে জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার জইনপোরা এলাকায় জঙ্গিদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন ইরফান এবং মুজাফফরউ রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে শ্রীনগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে ইরফান শেখেরউ জঙ্গি হামলায় পিডিপি কর্মীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি প্রেসিডেন্ট মেহবুবা মুফতি।

ট্যুইটারে অখিলেশ, মায়াবতী, চন্দ্রবাবু ও কংগ্রেসকে ধন্যবাদ মমতার

কলকাতা, ১৬ মে (হি.স) : বৃহস্পতিবার টুইটারের মাধ্যমে অখিলেশ যাদব, মায়াবতী, চন্দ্রবাবু নাইডু ও কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে থাকার জন্যই এদিন তাদের শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী উ এদিন সকাল ১১টা ২০মিনিট নাগাদ ট্যুইট করেন তিনি উ

এদিন সকালে টুইট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, সংহতি বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাংলার মানুষকে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তিনি আরও লেখেন, ''বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের এহেন পক্ষপাতমূলক আচরণ গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত। মানুষ এর জবাব দেবে।

মঙ্গলবার অমিত শাহের রোড-

ছয়ের পাতায়

মোদী-মমতার সমর্থকদের অশান্তি এড়াতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি পাঠাল স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ

কলকাতা, ১৬ মে (হি.স.): বৃহস্পতিবার শেষ প্রচার সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফারঊ সেই কারণেই আজকে দফায় দফায় প্রচার চালাচ্ছে শাসক ও শাসক-বিরোধী সব দলগুলিইঊ বৃহস্পতিবার মথুরাপুরে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সভা ছিল দুপুর ১টায়। তার কিছু দূরেই বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাঊ এর জেরেই প্রচুর কর্মী সমর্থকের সমাগম ঘটবে আজঊ এর ফলে যাতে কোনও অরাজকতা সসৃষ্টি না হয় সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠি পাঠাল স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে ডিজি-কেওঊ

মমতার ও মোদীর সভার দূরত্ব মাত্র ৭ কিমিঊ দু’’টি সভাস্থানের দূরত্ব এত কম হওয়ায় আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মমতার সভা শেষ হওয়ার পর শুরু হবে মোদীর সভাঊ এক সভা থেকে কর্মী, সমর্থকরা বেরোতে শুরু করে আর এক সভায় কর্মী, সমর্থকরা আসতে শুরু করেছেন। তাই দু’’দলের কর্মী, সমর্থকদের মুখোমুখি হওয়ার ফলে যাতে আবার কোনও অশান্তি না হয় সেই কারণেই এসপিজি চিঠি দিয়েছে বলে স্পেশাল ইন্টালিজেন্স ব্যুরো সুত্রে খবরঊ।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, দু’’দলের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে যদি অশান্তি হয়, সেটা কন্টোল করতে পারবে না তারা। সেই সূত্রেই অশান্তি এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসপিজি -র তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ, অমিত শাহর রোড শো নিয়ে কলকাতায় যে ঘটনা ঘটেছে তারপর আর কোনও ভাবেই ঝুঁকি নিতে চাইছে না কেউ। নির্বাচন কমিশন থেকে অশান্তি এড়াতে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রচারের সময়। আর তাই মোদী ও মমতার দু’’টো সভা নিয়েই তৈরি হয়েছে আশঙ্কা।

খুনের দায়ে তিন ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ১৬ মে (হি.স.) : এক লোমহর্ষক খুনের দায়ে তিন দুষ্কৃতীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে হাইলাকান্দির জেলা ও দায়রা আদালত। বছর পাঁচেক আগে সংঘটিত এক খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অপরাধীদের আদালত এই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

জানা গেছে ২০১৪ সালের ২৯ জুলাই লালা থানার সুদর্শনপুরের রাজারগ্রামের বাসিন্দা জনৈক হরেন্দ্র সিংহকে তিন ব্যক্তি কুপিয়ে খুন করেছিল। গ্রামের হরেন্দ্র কালাছড়া বাজারে যাওয়ার পথে পাশের গ্রামের কুটু দাস, রাজু দাস এবং কলাই দাস তাঁকে মাটিতে ফেলে কুপিয়ে মারে। সে-সময় সংশ্লিষ্ট গ্রামের অপর বাসিন্দা ধর্মেন সিংহ সেই রাস্তা দিয়ে মটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মটর সাইকেলের লাইটের আলোয় ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করছেন দেখে ঘটনাকারী তিন দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। অবশ্য ধর্মেন সিংহ হত্যাকারীদের ধরার জন্য তাদের পিছু দাওয়া করলেও ধরতে পারেননি। অপরাধীরা গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য ঘটনার খবর পেয়ে কালাছড়া পুলিশ দুই অপরাধীকে সে রাতেই গ্রেফতার করেছিল। আরেক অপরাধী পালিয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এদিকে পরের দিন ৩০ জুন মৃত হরেন্দ্র সিংহের কাকা করুণাকান্ত সিংহ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩০২ ও ৩৪ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্তে চালায়। এর পর মামলাটি মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে এলে আদালত ২০১৭ সালে ১৯ নম্বরে মামলাটি নথিভুক্ত করে। এ-নিয়ে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন আদালত বেশ কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। অবশেষে হাইলাকান্দির জেলা ও দায়রা বিচারপতি দেবাশিস ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার এই মামলার চাঞ্চল্যকর রায়দান করেন। এতে তিনি ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত তিন আসামি কুটু দাস, রাজু দাস এবং কলাই দাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই সঙ্গে তিনি ৩৪১ ধারায় তিন আসামিকে ২০০০ টাকা করে জরিমানাও করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও একমাসের হাজতবাসের নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাশিস ভট্টাচার্যের আদালত।

এই মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বলকুমার দাস এবং আসামি পক্ষে আফজল হুসেন লস্কর।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাকিস্তানের সাদিকাবাদে ব্যাঙ্কে বিস্ফোরণ : আহত অন্ততপক্ষে ২০ জন, রিপোর্ট তলব পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর

সাদিকাবাদ (পাকিস্তান), ১৬ মে (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানঊ বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের রহিম ইয়ার খান জেলার সাদিকাবাদ শহরে অবস্থিত একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হয়ঊ জোরালো বিস্ফোরণের জেরে ব্যাঙ্কের বিল্ডিংটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২০ জনঊ তবে, এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে সন্ত্রাসবাদের কোনও যোগ নেই বলেই মনে করা হচ্ছেঊ প্রাথমিকভাবে পুলিশ কর্তাদের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই এই বিস্ফোরণ।

সাদিকাবাদ-এর ডিপিও জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পরই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়ঊ বিস্ফোরণের কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছেঊ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী উসমান বুজদার জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বিস্ফোরণের রিপোর্ট তলব করা হয়েছেঊ পাশাপাশি আহতদের সমস্ত ধরনের চিকিতা প্রদান জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীঊ প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই ব্যাঙ্কের বিল্ডিংটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তীব্র দাবদাহের পর হাল্কা বৃষ্টিতে স্বস্তি দিল্লি বাসীর

নয়াদিল্লি, ১৬ মে (হি.স.) : প্রচন্ড দাবদাহের পর বৃহস্পতিবার রাজধানীতে হালকা বৃষ্টিপাত হয়।

গরমের দাবদাহের পর রাজধানী দিল্লিতে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি নিচে অবস্থান করছে। অন্যদিকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে দু’’ডিগ্রি নিচে অবস্থান করছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

আদ্রতা স্তর ঘন ঘন পরিবর্তন করছে, কখনও ৮৯ শতাংশ আবার কখনও ৪৬ শতাংশ। সাফদারজং আবহাত্তয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে দিল্লিতে বৃহস্পতিবার ২.২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। পালামে হয়েছে ৭.১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত, লোধিতে হয়েছে ৭.২ মিলিমিটার।

আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার মেঘাছন্ন আকাশ, বজ্র বিদ্যুত সহ হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

অশান্তি রুখতে সপ্তম দফার ৯ কেন্দ্রে বন্ধ থাকবে মদের দোকান

কলকাতা, ১৬ মে (হি.স.): ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন কড়া নির্দেশ দিয়েছেন শেষ দফার নির্বাচনে কোনও রকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে নাঊ সেই কারণেই কমিশন এবার কোমর বেঁধে লেগে পরেছে হিংসা রুখতেঊ তাই ইতিমধ্যে একাধিক কড়া পদক্ষেপ করেছে তারা। হিংসামুক্ত নির্বাচন করতে মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিল কমিশন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে ১৯ মে অর্থাৎ আগামী রবিবার পর্যন্ত সপ্তম দফার ৯ কেন্দ্রে বন্ধ থাকবে যাবতীয় মদের দোকান।

কমিশনের নজিরবিহীন নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় শেষ করতে হবে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার। কমিশনের তরফে আবগারি দফতরকে এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা থেকে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর, বসিরহাট, বারাসত, দমদম, জয়গনর, মথুরাপুর ও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখতে হবে। অন শপ ও অফ শপ দু’’ধরণের দোকানই বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ফলে বন্ধ থাকবে বারগুলিও।

ধন্যবাদ মমতার

পাচের পাতার পর

শোতে অশান্তির ঘটনার একদিন পরেই কড়া সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। এরপরেই প্রয়োগ করা হয় ৩২৪ ধারা ঊ নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তেই বিরোধিতা করেন মহাজোটের নেতারা। এদিন সেই প্রসঙ্গেই তাদের ধন্যবাদ জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাবেন মোদী

পাচের পাতার পর

৯ মে থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে কেদারনাথ মন্দিরের দরজাঊ পরবর্তী দিন অর্থাতগত ১০ মে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজাচর্নার পর পুন্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজাঊ

সুরজেওয়ালার

পাচের পাতার পর

জনগণের সামনে প্রকৃত সত্যটা সামনে আনা।

উল্লেখ্য, অমিত শাহর রোড শো-তে হিংসার ঘটনায় প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন প্রচারের সময় সীমা ২৪ ঘন্টা কমিয়ে করা হয় বৃহস্পতিবার রাত ১০ পর্যন্ত। সেই সঙ্গে অপসারিত করা হয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্যকে। তাঁর জায়গায় স্বরাষ্ট্র দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিব মলয় দে-কে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে বেজায় চটেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

আশঙ্কা কংগ্রেসের

তিনের পাতার পর

ধরা হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানা ‘অ শালীন’ মন্তব্য করছেন, ‘হিন্দুস্থান সমাচার’ তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া চাইলে সোমেনবাবু এদিন বলেন, এ বিতর্ক চলছে। বক্তব্যের ভাষা কী হওয়া উচিত, বোধশক্তি কী হওয়া দরকার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই মুখ্যমন্ত্রীর। পারস্পরিক কুমন্তব্য চেয়ারটাকেই তো কলুষিত করছে। চেয়ারের মানুষ তো চিরকাল থাকবে না। কুৎসিৎ মন্তব্য বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী।“ তৃণমূলের ‘গুন্ডামী’ প্রসঙ্গে সোমেনবাবু এ দিন বলেন, ভারতী ঘোষ আমার দলের কেউ নন। আমি পছন্দও করি না। আগে মা ছিলেন, এখন সিস্টার ইন ল (অর্থাৎ শালী) হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এলাকায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে যে নিদর্শন তৈরি হল, তা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে এ ভাবে বাধা দেওয়া হবে কেন?

পুড়লো কুশপুতুল

তিনের পাতার পর

মমতার রক্তচক্ষুকে সাধারণ জনগণ ভয় করেন না। যার প্রমাণ মঙ্গলবারের অমিত শাহের রোড শো-য় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম।

তিনি বলেন, মমতার অপশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবার বিজেপির উপরই ভরসা রাখছেন। বিজেপির প্রতিটি নির্বাচনি জনসভা এবং মিছিলে উপচে পড়া ভিড়ই মমতার বিদায়ের লক্ষণ বলে মনে করেন সীমা। তিনি বলেন, ক্ষমতালোভি মমতা গদি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গণতন্ত্রকে পদদলিত করছেন। অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ওপরও তৃণমূলি গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন জেলা মহিলা মোর্চা নেত্রী।

নির্দেশ কমিশনের

তিনের পাতার পর

যবসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে । সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার হারে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আবার পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফা ভোট চলাকালীন একাধিক হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটেছে। আসানসোল,ঘাটাল সহ একাধিক জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। ৯ কেন্দ্রের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সিইও দফতর রিপোর্ট দেয় কমিশনকে । এর জেরে সপ্তম দফা ভোটগ্রহণ নিয়ে আরও কড়া হওয়ার নির্দেশ কমিশনের । কলকাতা উত্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়ানোর নির্দেশ দেয় কমিশন

শিগগিরই বাংলাদেশে ৫-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিগগিরই দেশে ৫-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হবে।

আজ শুক্রবার ‘ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সোসাইটি ডে’ উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, সরকার তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব নীতি প্রণয়ন করেছে। দেশের ৯৯ ভাগ এলাকা এখন মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। অচিরেই দেশে ৫-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা হবে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’ এর সেবা ব্যবহার করতে শুরু করেছি।

এবারের প্রতিপাদ্য ‘ব্রিজিং দ্য স্টান্ডার্ডাইজেশন গ্যাপ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে বিরাট জাগরণ তৈরি হয়েছে, যার সুফল বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে পেতে শুরু করেছে।

তিনি বলেন, গত দশ বছরে আওয়ামীলীগ সরকার টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সুফল দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রায়োগিক উৎকর্ষ সাধন, প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ এ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইন্টারনেট ডেনসিটি বৃদ্ধি, সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ, প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি, সকল জেলায় তথ্য বাতায়ন এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন,আমাদের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, একটি বাস্তবতা।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন,বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৭ মে ‘ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সোসাইটি ডে’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

উত্তরপ্রদেশে স্বামীকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মুজ্জাফরপুর, ১৬ মে (হি.স.) : বছর ৩১ এর ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তরপ্রদেশের শামলী জেলার খেরি কার্মু জেলায়। বৃহস্পতিবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের শামলী জেলার খেরি কার্মু জেলায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে। স্টেশন হাউস অফিসার সুভাষ রাঠোর বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম, হরিশ। তাঁকে তার স্ত্রী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পিটিয়ে মেরে ড্রেনে ফেলে রেখে দেয়।

পিস্তল উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

হাতে তুলে দেন তাঁরা। আজ বেলা ১২টা নাগাদ প্রজেশের বাড়ির পাশে ঝোপ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে পিস্তলটি উদ্ধার করেছে। স্থানীয় মহিলাদের বক্তব্য, পিস্তলটি প্রজেশ দেববর্মার হতে পারে। তবে, এবিষয়ে কোন প্রমাণ পায়নি পুলিশ। তাই, প্রজেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে কোন মামলা হয়নি। চাম্পাহাউর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সোনিয়া গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

প্রধান জগনমোহন রেড্ডি এবং টিআরএস সুপ্রিমো কে চন্দ্রশেখর রাও ও বিজেডির নবীন পট্টনায়কের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে কংগ্রেস, এমনটাই দাবি সূত্রের। কারণ, ওই বৈঠকে তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানাবেন সোনীয়া গান্ধী। এছাড়া অখিলেশ ও মায়াবতীকেও বৈঠকে চাইছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী। তবে, মমতা ব্যানার্জি ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কোনও বৈঠকে যোগ দেবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে, বিজেপিকে হঠাতে অবিজেপি যে কোনও রাজনৈতিক দল থেকে প্রধানমন্ত্রী হলে আপত্তি নেই কংগ্রেসের, পরোক্ষে এই বার্তা দিয়েছেন দলের প্রবীণ নেতা গুলাম নবী আজাদ।

তোপ দাগেন মোদি

● প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের গুন্ডারা রাজ্যকে নরকে পরিণত করেছে।’

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে ”পার্সোনাল প্রপার্টি’’ বানিয়ে দিয়েছেন বলেও এদিনের সভায় কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী। মমতাকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে মোদী বলেন, “দিদি আপনি বাংলাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভেবেছেন। আপনি ভুল করছেন।” মমতার সঙ্গে তাঁর ভাইপোকেও আক্রমণ শানান শেষ প্রচারে। বলেন, “দিদি ভাবছেন ওঁর কাছে সুপ্রিম পাওয়ার আছে। কিন্তু ভুলে ভাবছেন। জনগণই সুপ্রিম। দিদি মনে রাখবেন, বাংলা কিন্তু আপনার আর আপনার ভাতিজার জমিদারি নয়।”

এদিনের সভা থেকে মমতার একাধিক আক্রমণের জবাব দেন মোদী ঊ ধারাবাহিক ভাবে নরেন্দ্র মোদীকে মিথ্যেবাদী প্রাইম মিনিস্টার বলে আক্রমণ করছেন মমতা। দমদমের জনসভায় দাঁড়িয়ে পাল্টা এ দিন মোদী বলেন, “দিনকে রাত করছেন দিদি। কিন্তু সত্যিটাকে বদলানো যায় না। পাশাপাশিনির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তৃণমূলনেত্রী। বুধবার রাতে স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্য এবং এডিজি সিআইডি রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কমিশন ঘোষণা করে, প্রচার শুক্রবারের বদলে শেষ হবে বৃহস্পতিবার রাত দশটায়। রাতেই সাংবাদিক বৈঠক করে কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মমতা। স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, মুকুল রায়-সহ বিজেপি নেতাদের নির্দেশে কমিশন চলছে। বৃহস্পতিবার মথুরাপুরের জনসভায় দাঁড়িয়ে আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন কমিশন বিজেপি-র ভাই। সেই প্রসঙ্গ টেনেই মোদী বলেন, “আজকে নির্বাচন কমিশনকে গালি দিচ্ছেন। কিন্তু মনে রাখবেন বামেরা কী করত বাংলায়। যদি কমিশন এগারোর বিধানসভায় কড়া হাতে ভোট না করাতো, তাহলে আপনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হতেন না।”

অন্যদিকে, কলকাতায় অমিত শাহ-র রোড শো-পর পর হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে শুরু করেছেন, বাইরে থেকে লোক এনে গণ্ডগোল পাকিয়েছে বিজেপি। এও বলেছেন, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে যাদের এনেছিল, তারা বাংলার সংস্কৃতি বোঝে না। বৃহস্পতিবার শেষ দফার ভোট প্রচার থেকে এবিষয়ে মমতাকে আক্রমণ করে মোদী বলেন, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ থেকে যাঁরা বাংলায় এসেছেন, তাঁরা জীবিকার জন্য এসেছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি বাংলার উন্নতিতেও তাঁদের যোগদান রয়েছে। সেই উত্তরপ্রদেশ বিহারের মানুষদের নিয়েও দিদি তোমার সমস্যা রয়েছে দেখছি! কিন্তু কেন? সীমান্ত পার করে যে অনুপ্রবেশকারীরা বাংলায় ঢুকে পড়ছে, কই তাদের নিয়ে আপনার সমস্যা দেখছি না।

এ দিন বিকেলে মথুরাপুরে জনসভা করার পর দমদমে আসেন মোদী। এ দিন সেন্ট্রাল জেল মাঠে উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল মোদীর সভায়। মোদীর হেলিকপ্টার যখন নামছে, সমাবেশে আসা জনতা তখন মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। এর পর ভাষণ দিতে উঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বাংলায় এ বার জ্বলছে, বিজেপি-বিজেপি বলছে। দমদমে এসেছি দম দেখাতে।” সেই সঙ্গে আরও একবার জানিয়ে দিলেন, ২৩ মে ৩০০-র বেশি আসন নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন তিনি।

রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল ট্র্যাক্টর, কিশোর-সহ মৃত দুই

জম্মু, ১৬ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি ট্র্যাক্টরঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু’জনেরঊ তাঁদের মধ্যে একটি কিশোরও রয়েছেঊ বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজৌরি টাউন থেকে কিছুটা দূরেঊ নিহতদের নাম হল-ট্র্যাক্টরের চালক সঞ্জীব কুমার এবং মুহাম্মদ আমজাদ নামে এক কিশোরঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু’জনেরঊ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজৌরি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেঊ

পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে রাজৌরি টাউন থেকে মাঞ্জি ধারা গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিল একটি ট্র্যাক্টর (ট্র্যাক্টরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর-জেকে ১১ ৭৬৭৪)ঊ ট্র্যাক্টর চালাচ্ছিলেন সঞ্জীব কুমার এবং ট্র্যাক্টরের বসেছিল মুহাম্মদ আমজাদঊ আচমকাই পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ে হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় ট্র্যাক্টরটিঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু’জনেরঊ পরে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজৌরি হাসপাতালে পাঠিয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ট্র্যাক্টরটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

তবে, আজ বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হতেই বৃষ্টির জল সরানো হয়েছে।

শরৎবাবু জানিয়েছেন, গতকাল ঝড়ে মোহনপুর মহকুমায় ২৩টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে, কোন শরণার্থী শিবির খোলার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

এদিকে, ১ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত ত্রিপুরাতে ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতির এক তথ্য তুলে ধরেছেন শরৎ দাস। তিনি জানান, ঝড়ে ধলাই জেলায় এ-মাসে ৫টি বাড়ি পুরোপুরি, ২২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ২৩৪টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একইভাবে, গোমতি জেলায় ৩৪টি বাড়ি পুরোপুরি, ১২টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৩০টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। খোয়াই জেলায় ২০টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৭৭টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ১১টি বাড়ি আংশিক এবং সিপাহীজলা জেলায় ১টি বাড়ি পুরোপুরি ও ১০টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল সন্ধ্যায় ঝড়ে কলেজটিলা, বাধারঘাট, বড়দোয়ালী, শিবনগর, যোগেন্দ্রনগর, প্রতাপগড়, মিলনচক্র, শ্রীপল্লী, কবিরাজটিলা, জি বি, দূর্জয়নগর, ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স সহ বেশ কিছু সন্নিহিত এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পর্ণভাবে বিধস্ত হয়। ওই এলাকাগুলোতে গাছ ভেঙ্গে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে পড়ে। বেশ কিছু এলাকার বিদ্যুতের খঁটি ভেঙ্গে পড়ে। ঝড়ের অব্যবহিত পরেই বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার নির্দেশে ও এস ডি রাহুল দাশ সহ বিদ্যুৎ নিগমের সকলস্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পরিষেবা স্বাভাবিক করতে মাঠে নামেন এবং তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত বিধস্ত এলাকার প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকারই বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। বিদ্যুৎ দপ্তর আশা করছে,শুক্রবার সকালের মধ্যেই ১০০ শতাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।

গত ১৩ ও ১৪ মে অনুরূপ ঝড়ে খোয়াই জেলার আশারামবাড়ী, বেহালাবাড়ি, চাম্পাহাওর, কল্যাণপুর, দ্বারিকাপুর, তুলাশিখর সহ বেশ কিছু সন্নিহিত এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পর্ণভাবে বিধস্ত হয়। তাছাড়াও কৈলাসহর ও ধলাই জেলার বেশ কিছু এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘিত হয়। নিগমের বিশেষ তৎপরতায় ইতিমধ্যেই উক্ত এলাকাগুলোর বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পর্ণভাবে স্বাভাবিক হয়েছে।

এদিকে, ঝড়ের পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার সন্ধ্যাতেই পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্য সচিবের পাশাপাশি নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরের পদস্থ আধিকারীকদের সাথেও তিনি আলোচনা করেছেন। মূলত জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা নিয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া শহরে রাস্তায় জলমগ্ন হয়ে পড়লে ট্রাফিক ব্যবস্থা সঠিক রাখার জন্য রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

ভয় নেই জেলে যেতেও

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, ”সারদা-নারদ নিয়ে বড় বড় কথা বলেন মোদী। আর নিজেই চিটফান্ড মালিকের মাঠে সভা করছেন।”

বৃহস্পতিবার সকালেই উত্তর প্রদেশের মৌ-এর নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘মহান শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, মহিলা অধিকারের প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাংলার নন, গোটা দেশের বিভূতিঊ কেন্দ্রীয় সরকার ওই জায়গায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পঞ্চধাতুর মূর্তি তৈরি করবেঊ’ এ প্রসঙ্গে মথুরাপুরের নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘বিদ্যাসাগরের মূর্তি নাকি সে (প্রধানমন্ত্রী) বানিয়ে দেবেঊ বিদ্যাসাগরের মূর্তি তৈরি করার টাকা বাংলার কাছে রয়েছেঊ তিনি কি ২০০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন?’ মমতা আরও দাবি করে বলেছেন, ‘আমরা প্রমাণ দিয়েছি এবং আপনি বলছেন তৃণমূলের গুণ্ডারা মূর্তি ভেঙেছেঊ আপনার কি লজ্জা হয় না? মিথ্যেবাদীঊ অভিযোগ প্রমাণ করুন, অন্যথায় আমরা আপনাকে জেলে টেনে আনবঊ’

প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে মমতা এদিন বলেছেন, ”ভেঙে যাওয়া মুক্তির ঐতিহ্য তার সঙ্গে জড়িত থাকা আবেগ সেটা কি বিজেপি কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে? নরেন্দ্র মোদী কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে?’ নরেন্দ্র মোদী একের পর এক মিথ্যা কথা বলছেন বলেও দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে এই ”মিথ্যাবাদী” প্রধানমন্ত্রীকে কান ধরে উঠবস করানো উচিত বলেও মঞ্চ থেকে সুর চড়ান তৃণমূল সুপ্রিমো। আর বাংলাকে ”কাঙাল বাংলা” বলার কারণে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকেও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ’বাংলাকে কাঙাল বলেছেন, এই বাংলার মানুষই আপনাদের শিক্ষা দেবে। একটিও ভোট বাংলার মানুষ বিজেপিকে দেবে না।

এরপর গত কয়েক বছরে এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে ”কন্যাশ্রী”, ”রূপশ্রী”-সহ আরও সরকারি প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে পেট্রোল-ডিজেল থেকে শুরু করে জ্বালানি গ্যাস সব কিছুর যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। তাঁকে দমানোর জন্যই নির্বাচন কমিশন প্রচার-এর দিন কমিয়েছে, কিন্তু তবুও তাকে কোনও ভাবেই দমানো যাবে না বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, ”আমি বড় কঠিন জিনিস, এতো সহজে আমাকে দমানো যাবে না। এত কিছু করেও আমার প্রচার সভা কিছুই আটকাতে পারবেন না, আমি দু”দিনের কাজ একদিনে করব।” এসবের পাশাপাশি স্ট্রং রুম থেকে বিজেপির লোকজন ইভিএম বদলে নিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের স্ট্রং রুমের আশপাশে ক্যাম্প করে রাত পাহারায় থাকার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। এই কাজে মহিলাদের বেশি করে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের নিয়ে বঙ্গ বাহিনী তৈরীর কথা বলেন তিনি। এ সবের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ভোট কেনার চেষ্টা করছে বিজেপি ও আরএসএস-এর লোকজন। আরএসএস এর লোকজন এলাকায় অশান্তি ছড়াতে মাঝেমধ্যেই রাতের অন্ধকারে গুলি ছুড়ছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। সব মিলিয়ে এদিন মথুরাপুরে প্রায় ৪৫ মিনিট বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য আশপাশ থেকে বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছিলেন সভাস্থলে।

ক্রীড়াঙ্গন

বিশ্বকাপে ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী ধাওয়ান

নয়াদিল্লি: আর মাত্র দু''সপ্তাহ পরেই ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে বসছে দ্বাদশ ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। ৩০ মে কেনিংটন ওভালে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি আয়োজক ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ৫ জুন। টাইটানিকের শহর সাউদাম্পটনের রোজ বোলে বিরাটদের প্রথম প্রতিপক্ষও দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপে ভালো পারফর্ম করার ব্যাপারে আশাবাদী টিম ইন্ডিয়ার বাঁ-হাতি ওপেনার শিখর ধাওয়ান।২০১০ ভারতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনটি আইসিসি-র টুর্নামেন্ট খেলেছেন ধাওয়ান। তিনটি টুর্নামেন্টেই সফল দিল্লির এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। অভিষেক ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর ২০১১ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি ধাওয়ানের। পরে অবশ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ফের জাতীয় দলে ফেরেন বাঁ-হাতি ওপেনার। ক্যারিবিয়ান সফরটাও ভালো হয়নি ধাওয়ানের। ফলে দল থেকে বাদ পড়েন দিল্লির এই মারকুটে ব্যাটসম্যান।দু'' বছর পর ফেরে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটে ধাওয়ানের। মার্চ, ২০১৩ ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে ডাক পান বাঁ-হাতি ওপেনার। টেস্ট অভিষেকে ১৮৭ রানের ইনিংস খেলে জাতীয় দলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন ধাওয়ান। তার পর অবশ্য পিছনে তাকাতে হয়নি ধাওয়ানকে। সে বছর ইংল্যান্ডের মাটিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দারুণ ব্যাটিং করেন তিনি। প্রথম দু''টি ম্যাচেই সেঞ্চুরি আসে ধাওয়ানের ব্যাট থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১১৪ ও অপরাজিত ১০২ রানের ইনিংস খেলেন দিল্লির এই ব্যাটসম্যান।মুলত ধাওয়ানের ব্যাটিংয়ে ভর করে

প্রথমবার আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ভারত। টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ৩৬৩ রান তোলেন তিনি। তার পর ২০১৫ বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন ভারতের এই বাঁ-হাতি ওপেনার। বিশ্বকাপে ৪১২ রান তোলেন ধাওয়ান। এর পর ২০১৭ ইংল্যান্ডের মাটিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও দারুণ ব্যাটিং করেন তিনি। টুর্নামেন্টে ভারত রানার্স হলেও ৩৩৮ রান আসে ধাওয়ানের ব্যাট থেকে। পাঁচ ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি এবং দু''টি হাফ-সেঞ্চুরি করেন বাঁ-হাতি ওপেনার।এ সম্পর্কে ধাওয়ান বলেন, ''অনেকে বলে আইসিসি ইভেন্টে আমার পারফরম্যান্স ভালো। কিন্তু আমার লক্ষ্য সবসময় একই থাকে। সবসময় ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করি। আশা করি এবারের বিশ্বকাপেও পারফর্ম করতে পারব।'' সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ৫২১ রান করেছেন ধাওয়ান।

বাংলাদেশকে হারাতে যেখানে উন্নতি চান হোল্ডার

প্রাথমিক পর্বে দুই দলের লড়াই জমেনি একদমই। বাংলাদেশের কাছে দুই ম্যাচে পাত্তাই পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ফাইনালে তাহলে পাশার দান উল্টে দেওয়া সম্ভব কিভাবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক জেসন হোল্ডারের মতে, ব্যাটিং আর ফিল্ডিংয়ে উন্নতি হলেই সম্ভব ফাইনালে জয়।ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে শুক্রবার ডাবলিনের মালাহাইডে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রাথমিক পর্বে দুই দলের ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছে ৮ উইকেটে ও ৫ উইকেটে।ক্যারিবিয়ানরা ফাইনালে খেলছে আয়ারল্যান্ডকে দুইবার হারিয়ে। সেই দুই ম্যাচের প্রথমটিতে ৩৮১ রান তুলেছিল তারা, পরেরটিতে অনায়াসেই তাড়া করেছে ৩২৭ রান। কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচে তারা করতে পেরেছে ২৬১ ও ২৪৭। ওই রান নিয়ে লড়াই করতেও পারেনি।শুধু ব্যাটিংয়ের ঘাটতিই নয়, বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে ক্যাচও হাতছাড়া করেছে ক্যারিবিয়ানরা। ফাইনালের আগের দিন অনুশীলনে যাওয়ার আগে টিম

হোটেলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হোল্ডার বললেন, তিনি উন্নতি দেখতে চান এসব জায়গায়।''অবশ্যই আরও বেশি রান করতে হবে আমাদের। ফিল্ডিংয়েও আমরা নিজেদের ডুবিয়েছি। বেশ কিছু ক্যাচ নিতে পারিনি।

বোলাররা মোটামুটি ভালোই করেছে। বেশ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সুযোগগুলো নিতে পারিনি আমরা।''''আমরা সলিড ক্রিকেট খেলতে চাই। মাঠে আমাদের চাওয়া প্রতিদিনই উন্নতি করা। কালকে উন্নতির আরেকটি সুযোগ। এখনও আমাদের দলটি বেশ তরুণ। বেশ অনভিজ্ঞ। ব্যাপারটা হলো সুযোগ কাজে লাগানোর। আমি স্রেফ দলকে বলব সুযোগ এলে কাজে লাগাতে।''প্রথম ম্যাচে ১৭৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলার পর থেকে পিঠের চোট নিয়ে বাইরে আছেন ওপেনার জন ক্যাম্পবেল। অধিনায়ক জানালেন, ফাইনালেও তার ফেরা নিশ্চিত নয়।''ওকে নিয়ে পুরো নিশ্চিত নই আমরা। এখনও পিঠে অস্বস্তি আছে। আজকে অনুশীলনের পর পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে অবস্থা।''

অনেক গবেষণা করেই ভারতে এসেছি'', হুঙ্কার সুনীলদের তারকা কোচের

ঘুমন্ত দৈত্য! যা শুধু জেগে ওঠার অপেক্ষায়! ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে এটাই প্রাথমিক ধারণা ইগর স্টিমাচের। লুকা মদ্রিচদের প্রাক্তন এবং ভারতের সদ্য নিযুক্ত কোচ স্টিমাচ। আগেই যাঁর কোচ হওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। বুধবার শুধু সরকারিভাবে নামটা ঘোষিত হল। ওই তারপরই ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে তাঁর ধারণা এবং হোমওয়ার্ক প্রসঙ্গে দু-চার কথা মিডিয়ার সঙ্গে। ক্রোয়েশিয়ায় তিনি কিংবদন্তি। এবং, এত হাই-প্রোফাইল কোচ ভারতে আগে আসেননি। পারবেন ভারতীয় ফুটবলের হাল ফেরাতে? স্টিমাচ জানেন এটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। সেজন্যই বললেন, ''কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসি। আর আমার যেটুকু ধারণা হয়েছে, তাতে বলতে পারি ফুটবলের দুনিয়ায় ভারত এক ঘুমন্ত দৈত্য। জেগে ওঠার অপেক্ষায়। এবং আমি আশাবাদী।''অবশ্যই এর জন্য হোমওয়ার্কও করেছেন। বললেন, ''এএফসি টুর্নামেন্টে ভারতের সবক''টা ম্যাচ দেখেছি এরিনা স্পোর্টস টিভি চ্যানেলে। আর ভারতের কোচের পদে আবেদন করার পর সিরিয়াসলি আইএসএল এবং আই লিগ নিয়ে গবেষণা করেছি। কী ধারণা হয়েছে সেপ্রসঙ্গে বলতে পারি, খেলা নিয়ে ওদের (ফুটবলারদের) মনোভাব খুব ইতিবাচক। যেটা ভাল। আর কয়েকজন কম বয়সী ছেলেকে দেখলাম, যাদের ভবিষ্যতে বড় তারকা হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে।''আন্তর্জাতিক ফুটবলে সাফল্য পেতে হলে ইউথ বা যুব ফুটবলে জোর দেওয়ার বরাবরের পক্ষপাতী স্টিমাচ। ভারতীয় ফেডারেশন এই যুব ফুটবলেই ইদানীং বাড়তি জোর দিয়েছে। যা স্টিমাচের খুব মনপসন্দ। নিজে যুগোশ্লাভিয়ার অনূর্ধ ২০ দলের হয়ে ফিফা যুব বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ১৯৮৭-তে। ফলে মনে করেন যুব ফুটবলে জোর দিলে তবেই একটা দেশের সিনিয়র স্তরের ফুটবলে উন্নতি সম্ভব। বললেন, ''এআইএফএফ ছোটদের ফুটবল দলের জন্য যা যা উদ্যোগ নিয়েছে সেটা আমার খুবই ইতিবাচক মনে হয়েছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখব আশা করি।''

২০২৩ এশিয়ান কাপ ফুটবলের আয়োজক হতে যাচ্ছে চীন

২০২৩ সালে আগামী এশিয়ান কাপ ফুটবলের আয়োজক হওয়া প্রায় নিশ্চিত চীনের। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ কোরিয়া আয়োজক হওয়ার প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ানোয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হচ্ছে না দেশটিকে।বুধবার এক চিঠিতে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনকে (এএফসি) সরে দাঁড়ানোর কথা জানায় কোরিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (কেএফএ)।এর আগে ২০০৪ সালে এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিল চীন। সেবার ফাইনালে ৩-১ গোলে জাপানের কাছে হেরেছিল স্বাগতিকরা।এ বছরের মার্চে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৩ সালে নারীদের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করে কেএফএ। এজন্যই এশিয়ান কাপের আয়োজক হওয়া থেকে সরে এসেছে বলে বিবৃতিতে জানায় সংস্থাটি। আগামী ৪ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে আয়োজকের নাম ঘোষণা করবে এএফসি।চলতি বছর এশিয়ান কাপ ফুটবলের সবশেষ আসরে চারবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতে কাতার।

২৩ মে শেষ দিন, বিশ্বকাপে কেদার যাদবের পরিবর্ত তবে কে?

মেরে কেটে হাতে আছে মোটে পাঁচ দিন। ২৩ মে-র মধ্যে ভারতের বিশ্বকাপগামী দলের সদস্য অসুস্থ কেদার যাদবকে নিয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে বিসিসিআইকে। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কেদার যাদবের পরিবর্তে অন্য কোনো খেলোয়াড়কে বিশ্বকাপগামী দলে নিতে হলে, ২৩ মে-তেই সেই নাম ভারতীয় বোর্ডকে ঘোষণা করতে হবে।এখনও পর্যন্ত যা খবর, মহারাষ্ট্রের এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও স্পিনারের এ-কদিনে সুস্থ হয়ে ওঠা কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্র পরিবর্ত হিসেবে ক্রিকেট প্রেমীদের একাংশের পছন্দ ঋষভ পন্থ হলেও, তাঁকে নিয়ে নির্বাচকরা ভাবছেন না বলেই বিসিসিআই সূত্রে খবর। চোটগ্রস্ত কেদার যাদবের পরিবর্তে অক্ষর প্যাটেল কিংবা আম্বাতি রায়ডুকে বিশ্বকাপের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। এমনকী সেকেন্ড স্ট্যান্ড-বাইয়ের তালিকাতেও আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে থাকা তরুণ ঋষভকে রাখা হয়নি বলেই বিসিসিআই সূত্রে খবর।শোনা যাচ্ছে, নির্বাচকরা ভারতের বিশ্বকাপ দলে কেদার যাদবের পরিবর্তে এমন কোনো খেলোয়াড়কে চাইছেন, যিনি ব্যাট ও বল হাতে সমান ভাবে পারদর্শী। কেদারের মতোই আচমকা উইকেট তুলে নেওয়ার ক্ষমতা অল-রাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলের আছে বলেই মনে করেন নির্বাচকরা। তাই তাঁর ইংল্যান্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে জায়গায় উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থকে নিলে দলে অল-রাউন্ডারের সংখ্যা কমে যাবে বলেই মনে করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

সচিনকে আইসিসির খোঁচা, বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে মন জিতলেন মাস্টার ব্লাস্টার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। তবে ক্রিকেটকে ভুলতে পারেননি। তাই বন্ধু বিনোদ কাম্বলির সঙ্গে ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে নেমে পড়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। তবে ব্যাটিং করলেন না। সচিনকে পাওয়া গিয়েছিল বোলার হিসাবে। আর এতদিন পর আবার নেটে ফিরে সচিন লিখেছিলেন, ''''নেটে ফিরতে পারলাম আবার। অনেকদিন পর। দারুন লাগছে। ছোটবেলার শিবাজী পার্কে ফিরে যেতে পারলাম যেন আবার।'''' এর পরই ছোটবেলার বন্ধু ও সতীর্থ বিনোদ কাম্বলিকে উদ্দেশ্য করে সচিন লিখলেন, ''''খুব কম সংখ্যক লোকই জানে,আমি আর বিনোদ সব সময় একই দলে খেলেছি, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে কখনও খেলিনি।''''বোলার সচিন নেটে বোলিং করার সময় স্টেপ-আউট করলেন। আর ব্যাপারটা আইসিসিস-র নজর এড়াল না। নেহাতই মজার ছলে সচিনের সেই ভিডিয়ো থেকে

একটি স্ক্রিনশট তুলে নিয়েছিল আইসিসি। সচিনের ছবির পাশে জুড়ে দেওয়া হল প্রাক্তন আম্পায়ার স্টিভ বাকনারের ছবি। সেই ছবিতে স্টিভ বাকনার নো-বলের সিগনাল দিচ্ছেন। আইসিসি ক্যাপশনে লিখল, ''''তোমার সামনের পায়ের অবস্থান দেখ, সচিন।'''' আরও পড়ুন- জনপ্রিয় জ্যোতিষীর গণনা, ভারত বিশ্বকাপ জিতবে না! জিততে পারে মরগ্যানের দলরীতিমতো ভাইরাল হয়েছে টুইটারে সচিন-আইসিসির মজার কথোপকথন। সচিন মজা ফিরিয়ে দিলেন আইসিসিকে। টুইটারে আইসিসিকে স্মার্ট উত্তর দিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। লিখলেন, এখন অন্তত আমি ব্যাটিং করছি না। বোলিং করছি। তাই এটা দেখার বিষয় আম্পায়ারের। আর আমরা সবাই জানি, আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। সচিনের এমন স্মার্ট উত্তর মন জিতল নেটিজেনদের।

ভারতীয় দলে হার্দিকের প্রতিভার ধারে কাছে কেউ নেই, বললেন সেওয়াগ

'বীরু ঘরেলু অ্যাওয়ার্ডস''-এ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াকে মশলা দানি পুরস্কার দিয়েছিলেন বীরেন্দ্র সেওয়াগ। সত্যিই হার্দিকের মধ্যে মশলা লুকিয়ে রয়েছে। এবার হেঁয়ালি ছেড়ে হার্দিককে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র সেওয়াগ। বীরু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট দলে হার্দিকের প্রতিভার ধারে কাছে আর কোনও ক্রিকেটার নেই। এমনকী হার্দিকের বিকল্পও কেউ এই মুহূর্তে নেই সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন নজফগড়ের নবাব।সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে মুম্বইয়ের জয়ের পিছনে বড় অবদান রয়েছে হার্দিকের। কফি উইথ করণ শো তে মহিলাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের পর নির্বাসন থেকে ফিরে ব্যাটে-বলে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। সেই হার্দিক প্রসঙ্গে সেওয়াগ বলেন, ' ব্যাটে-বলে দুটোতেই হার্দিকের প্রতিভার ধারে কাছে কেউ আসবে না। এমনকী ওর কাছাকাছি কেউ আসবে না। থ্রি-ডাইমেনশনাল ক্রিকেটারের কথা বলা হলেও-হার্দিকের প্রতিভার কাছাকাছিও যদি কেউ থাকতো, তাহলে ওকে দলে ফেরানো হত না।' আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে হার্দিক পাণ্ডিয়া এমনটাই মনে করেন বীরেন্দ্র সেওয়াগ।

ইন্ডিয়া ওপেন বক্সিং টুর্নামেন্টে মেরি কম

গুয়াহাটি : ২০ মে থেকে অসমের গুয়াহাটিতে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়া ওপেন বক্সিং টুর্নামেন্ট। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সুপার বক্সার মেরি কম ৫১ কেজি বিভাগে অবতীর্ণ হবেন।

আসন্ন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামার আগে ইন্ডিয়া ওপেন ভালোই সাহায্য করবে বলে মনে করছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন মেরি কম।তাঁর কথায়, ''জার্মানিতে প্রস্তুতি খুবই ভালো হয়েছে, ফলে এই টুর্নামেন্টে সাফল্য আসবেই।'' অন্যদিকে, বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার

সভাপতি জানিয়েছেন, ভারতের সব প্রান্তেই বক্সিং পৌঁছে দিতেই আমরা এই ইন্ডিয়া ওপেন চালু করেছি। এই টুর্নামেন্টে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী সহ বিশ্বের প্রথম শ্রেণির বক্সাররা অংশ নিতে চলেছে। পুরস্কার মূল্য ৭০ হাজার মার্কিন ডলার।

চোটের জন্য ফরাসি ওপেনে খেলছেন না শারাপোভা

কাঁধের চোট পুরোপুরি সারেনি। তাই ফরাসি ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন দু''বারের চ্যাম্পিয়ন মারিয়া শারাপোভা। রাশিয়ান টেনিস সুন্দরী ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ''ফরাসি ওপেন থেকে নাম তুলে নিলাম। অনেকসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।'' পাঁচটি গ্র্যান্ডস্লাম জয়ী শারাপোভা চলতি বছরের জানুয়ারির শেষ থেকেই চোটের জন্য কোর্টে নামেননি। ২৬ মে শুরু হবে ফরাসি ওপেন। তাই হাতে সময় নেই। এই অবস্থায় তাই খেলার ঝুঁকি নিলেন না শারাপোভা। তবে শারাপোভা বলেছেন, ''অনুশীলন শুরু করেছি। ধীরে ধীরে কাঁধের জোর ফিরে পাচ্ছি।'' এটা ঘটনা শারাপোভা নাম তুলে নেওয়া হতাশ ফরাসি ওপেন কর্তৃপক্ষ।

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES
Ref : P.R. Bari P.S GDE No. 12 Dated: 12/05/2019

পাশের ছবিটি শ্রী অমৃত সাহা, বয়স ৫৫ বছর, পিতা-উপেন্দ্র সাহা, সাং-ডিমাতলি, থানা-পুরান রাজবাড়ী, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা-৫ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রং-শ্যামলা, পরনে-লং পেন্ট, সাদা শার্ট সাথে তোয়ালে। অদ্য ১০-০৫-২০১৯ ইং বিকাল আনুমানিক ৩টা সময় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়ীতে ফিরে আসে নাই। উক্ত ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এস পি (ডি আই বি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩-২২২০৫২, ৯৪৮৫১৪৭৮২৯/৭৬২৮০০৭০৭৯
২) পুরান রাজবাড়ী থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩-২৬৪৩৬৫

ICA/D/188/19-20

Superintendent of Police
South Tripura District

ভারতের বোলিং আক্রমণকে ভয় পাবে সব দলই, হুঙ্কার ভুবির

ভারতীয় পেস অ্যাটাকের অন্যতম ভরসা তিনি। এটা নিয়ে দু''নম্বর বিশ্বকাপ খেলবেন ভুবনেশ্বর কুমার। এবার আরও অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। এক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে ভুবনেশ্বর বলছিলেন, ''বোলিংয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। পেস-ভ্যারিয়েশন সব ক্ষেত্রেই। স্লোয়ার-নাকল বল সবকিছু করছি।''ভুবনেশ্বরকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি, শামি, বুমরাহ, এটাই কি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পেস অ্যাটাক? তুলনাতে যেতে চাননি তিনি। বললেন, ''আমাদের পেস অ্যাটাক সেরা কি না, সেসব নিয়ে কোনও তুলনায় যেতে চাই না। আমাদের এই পেস অ্যাটাক কতটা ভাল, সেটা মাঠে বোঝা যাবে। শেষ কয়েকবছর আমাদের পারফরম্যান্সই আমাদের হয়ে কথা বলে। একটা কথা বলব, ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের শক্তি কিন্তু অনেকটাই বাড়ছে। আমাদের যা পেস বোলিং লাইন আপ সেটা যে কোনও উইকেটে ভাল পারফর্ম করতে পারে।''বলাবলি চলছে ডেথ ওভারে ভুবি যতটা ভাল বল করেন, এবার আইপিএলে ঠিক ততটা ভাল করতে পারেননি। ভারতীয় পেসার অবশ্য তা মানতে চাইলেন না। বললেন, ''আপনি যদি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কয়েকটা ম্যাচ দেখেন, আমি কিন্তু নিজের প্ল্যানগুলো ঠিকঠাক এক্সিকিউট করেছি। যেভাবে বোলিং করছি, সেটা নিয়ে আমি খুশি।''বিশ্বকাপের আগে আইপিএল থাকায় একদিকে ভালই হয়েছে বলে মনে করছেন ভুবনেশ্বর। বললেন, ''বিশ্বকাপের আগে আইপিএলে ম্যাচ প্র্যাকটিস হয়েছে। কেউ যদি উইকেট নেয়, রান করে, তাহলে আত্মবিশ্বাস এমনিতেই বেড়ে যাবে।'' বিশ্বকাপে কোনও ব্যাটসম্যানকে বল করা সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে? আন্দ্রে রাসেল, ডেভিড ওয়ার্নারের কথা বললেন ভুবি। বলছিলেন, ''যদি আইপিএলের ফর্মের বিচার যদি বলতে হয়, তাহলে বলব আন্দ্রে রাসেল দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে। হায়দরাবাদে আমার সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নারও তাই। ওরা দু''জনেই এমন ধরনের ক্রিকেটার যারা আপনার হাত থেকে ম্যাচ নিয়ে চলে যেতে পারে।'' একইসঙ্গে হুংকার দিয়ে রাখলেন। বললেন, ''প্রত্যেকটা টিম কিন্তু ভারতীয় বোলিংকে নিয়ে চিন্তায় থাকবে। আর আমি নিজেও ইংল্যান্ডের পরিবেশে বল করতে ভালবাসি। ওখানে বল সুইং করে। যেটা আমার সবচেয়ে বড় শক্তি।''

কোপা আমেরিকার জন্য আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দল ঘোষণা

আসন্ন কোপা আমেরিকার জন্য ৩৬ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। ৩০ মে ২৩ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন তিনি। প্রাথমিক দলে লিওনেল মেসির পাশপাশি আক্রমণভাগের বড় নাম সার্জিও আগুয়েরো, পাওলো দিবালা এবং মাউরো ইকার্দি।শুরুতে ৩১ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করা হলেও পরে লিওনার্দো সিগালি, গঞ্জালো পিটি মার্টিনেজ, ম্যানুয়েল মানঝিনি, ইগনাসিও ফের্নান্দেস এবং মেক্সি মেজাকে স্কোয়াডে রাখেন কোচ স্কালোনি।লাতিন ফুটলের সবচেয়ে বড় আসর কোপা আমেরিকা শুরু হবে ১৪ জুন। পর্দা নামবে ০৭ জুলাই। এবারের আয়োজক দেশ ব্রাজিল। ২০১৪ বিশ্বকাপেরও আয়োজক হয়েছিল সেলেকাওরা।১৯১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া আসরটিতে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জিতেছে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে। গত দুই আসরে ফাইনাল খেলেছে আর্জেন্টিনা। দুইবারই তাদেরকে হারিয়ে শিরোপা উৎসব করেছে চিলি।আর্জেন্টিনার ৩৬ জনের প্রাথমিক দল:গোলরক্ষক: এস্তাবেন আন্দ্রাদা (বোকা জুনিয়র্স), ফ্রাঙ্কো আরমানি (রিভার প্লেট), অগাস্তিন মারচেসিন (ক্লাব আমেরিকা), হুয়ান মুসো (উদিনেস), জেরোনিমো রুয়ি (রিয়াল সোসিয়েদাদ)রক্ষণভাগ: গ্যাব্রিয়েল মার্কাদো (সেভিয়া), গঞ্জালো মঁতিয়েল(রিভার প্লেট), হুয়ান ফইত (টটেনহাম), রেঞ্জো সারাভিয়া (রেসিং ক্লাব), নিকোলাস ওতামেন্দি (ম্যানচেস্টার সিটি), ওয়াল্টার কানেমান (গ্রেমিও), জার্মান পেজ্জেয়া (ফিওরেন্টিনা), রামিরো ফুনেস মোরি (ভিয়ারিয়াল), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (আয়াক্স), মার্কোস অ্যাকুনা (স্পোর্টিং সিপি), লিওনার্দো সিগালি (রেসিং ক্লাব)।মিডফিল্ডার: লিন্দ্রো পেরেদস (পিএসজি), গুইদো রদ্রিগেজ (ক্লাব আমেরিকা), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেটিস), রবার্তো পেরেইরা (ওয়াটফোর্ড), রদ্রিগো ডি পল (উদিনেস), এ্যাজেকুইয়েল প্যালাসিওস (রিভার প্লেট), অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া (পিএসজি), মাতিয়াস জারাছো (রেসিং ক্লাব), ইভান মারকোন (বোকা জুনিয়র্স), গঞ্জালো পিটি মার্তিনেজ (আটলান্টা), ম্যানুয়েল লানঝিনি (ওয়েস্ট হাম), ইগনাসিও ফের্নান্দেজ (রিভার প্লেট), ম্যাক্সিমিলিয়ানো মেজা (মনটেরি)।আক্রমণভাগ: লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), সার্জিও আগুয়েরো (ম্যানচেস্টার সিটি), পাওলো দিবালা (জুভেন্টাস), মাউরো ইকার্দি (ইন্টার মিলান), মাতিয়াস সুয়ারেজ (রিভার প্লেট), লওতারো মার্টিনেজ (ইন্টার মিলান), অ্যাঞ্জেল কোরেয়া (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ)।

পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ মে।। ত্রিপুরায় পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন আঠারমুড়া পাহাড়েরর ৪৪ এবং ৪৫ মাইল এলাকায় দূর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ সকালে ৪৪ মাইল এলাকায় পাহাড়ে বাক নেওয়ার সময় ট্রাক এবং বুলেরু গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তাতে একটি বুলেরু গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাছাড়া গাড়ির দুই যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। অপর দূর্ঘটনাটি ঘটেছে ৪৫ মাইল এলাকায়। আজ বিকেলে পাহাড়ে বাক নেওয়ার সময় টিআরএল৩২৭১ লম্বরের কাঠের লক বোঝাই ট্রাক উল্টে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, অল্পেতে ট্রাকটি খাদে পড়ে যায়নি।

দূর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে দমকল বাহিনী ছুটে যায়। সকালে দূর্ঘটনায় দুইজন এবং বিকেলে ট্রাক চালক ও সহচালক আহত হয়েছেন। তাদেরকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' গুজবে আতঙ্কিত পূর্বোত্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে।। ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' গুজবে পূর্বোত্তর ভারতে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সোস্যাল মিডিয়াতে ওই ঘূর্ণিঝড়ের গুজব ছড়ানো হয়েছে। গুজব বার্তায় বলা হয়েছে, আগামী ৭২ ঘন্টায় ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' পূর্বোত্তরে আছড়ে পড়বে। ১৬ মে ওই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ অতিক্রম করবে। এ-বিষয়ে আগরতলায় বিমান বন্দরস্থিত আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, সারা দেশে কোন ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত পাওয়া যায়নি। পূর্বোত্তরে এমন কোন ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি জানান, সোস্যাল মিডিয়াতে ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' নাম দিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তিনি অভয় দিয়ে বলেন, পূর্বোত্তরে বৃষ্টিপাত, ঝড়ো বাতাস ইত্যাদির সংকেত মিলেছে। কিন্তু, কোন ঘূর্ণিঝড় হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ২০১৩ সালে ১৬ মে ভারত সহ এশিয়ার ছয়টি দেশে ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' প্রভাব ফেলেছিল। তাতে, পূর্বোত্তরও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কাকতালিয়ভাবে, ২০১৩ সালের ১৬ মে দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। ফলে, নেটিজেনরা গুজব ছড়ানোর সময় শুধু ১৬ মে তারিখটি রেখেছেন। কিন্তু, তারা কোন সন উল্লেখ করেননি। ওই সময়, বাংলাদেশ সহ পূর্বোত্তর ভারতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-র প্রভাবে।

বাংলাদেশে ওইদিন ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পূর্বোত্তরে আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, ওই ঘটনাকে বর্তমান সময়ের সাথে যুক্ত করে স্যোসাল মিডিয়াতে গুজব ছড়ানো হয়েছে। তাতে, অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির প্রশাসন এধরনের গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ত্রিপুরা সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, এধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে এমন ব্যাক্তির বিরুদ্ধে কড়া আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি- নিজস্ব।

রিংকু হত্যার তদন্তে মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ মে।। স্বামীর হাতে খুন হওয়া গৃহবধূ রিঙ্কু দাসের মৃত্যুর তদন্তে রাজ্য মহিলা কমিশন। বুধবার মৃত গৃহবধূ রিঙ্কু দাসের অমরপুর থাকছড়াস্থিত বাপের বাড়িতে আসেন মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদলে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী ছাড়াও সদস্যা আতি জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন সকাল আনুমানিক দশটায় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দলটি অমরপুরের থাকছড়াস্থিত মৃত গৃহবধূ রিঙ্কু দাসের বাপের বাড়িতে এসে মৃতার পিতা মাতা সহ আত্মীয় পরিজনদের সাথে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়ে বলেন, এই ঘটনায় জড়িত কেউই রেহাই পাবেনা। অভিযুক্তরা যাতে কঠোর শাস্তি পায় রাজ্য মহিলা কমিশন সেই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী বলেন, মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনদের সাথে কথা বলে জানা যায়, অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহে স্বামী নারায়ন দাস প্রায় সময়ই রিঙ্কুর উপর নির্যাতন চালাতো যা নিয়ে আগে একবার শালিশী সভাও হয়েছিলো। কিন্তু এই বিষয়ে কোনও প্রমান দিতে পারে নি স্বামী নায়ারন দাস। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাতো সবসময়। বিয়ের পর স্ত্রীরা তার স্বামীকে ভগবান হিসেবে মানেন আর সেই ভগবানের হাতেই স্ত্রীদের এই নির্মম ভাবে খুন হতে হবে তা সত্যিই অবাঞ্ছনীয়। শশুরবাড়িতে এইভাবে গৃহবধূদের নির্মম ভাবে মৃত্যু কোনও ভাবেই কাম্য নয়। উনি বলেন, অভিযুক্তরা যাতে কঠোর শাস্তি পায় রাজ্য মহিলা কমিশনে সেই দিকে কঠোর নজর দেবে এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই ধরনের ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই দিকে সতর্ক হওয়ার জন্য সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান উনি। প্রসঙ্গত, গৃহবধূর অবৈধ সম্পর্ক পরপুরুষদের সাথে অপবাদ দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে থানায় আত্মসমর্পণ করেছিলো স্বামী। ঘটনা কাঁকড়াবন থানার পালাটানা এলাকায় গত পাঁচ মে। অভিযুক্ত স্বামী নারায়ণ দাস তার স্ত্রী তথা তার দুই কন্যা সন্তানের জননী রিঙ্কু দাসকে (২৪) গলায় কাপড়ের আঁচল দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে মেরে ঘরের মেঝেতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ করে মৃতার মা বাবা। নয় বৎসর অতিক্রম হয়েছিল এই দম্পতির। কিন্তু এই নয় বৎসরে কয়েকবার শালাশী সভা করতে হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ শুধু স্ত্রী পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত। এই সন্দেহ স্বামী নায়ারণ দাসকে স্ত্রী রিঙ্কু কে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেয়ে ফেলতে হয়েছে। স্ত্রীকে মেরে শশুর বাড়িতে ফোন করে খবরও দেয় যে, রিঙ্কু অবস্থা গুরুতর, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য। পরবর্তী মেয়ের বাড়ীর আশপাশে খবর নিয়ে জানতে পারে মেয়ে আর নেই। রিঙ্কু বাপের বাড়ী অমরপুর থাকছড়া। রিঙ্কু বাবা নাম সুনীল দাস, মাতা সুভদ্রা দাস। বহু কষ্ট করে মেয়েকে দাবি মোতাবেক নগদ অর্থ দিয়ে বিয়ে দেয়। অভিযোগ করে মেয়ের আশপাশের পরিবারগন, নারায়ন সবসময় রিঙ্কু মারধোর করতো। বাপের বাড়ী থেকে নগদ টাকা নিয়ে আসতে। সবসময় নির্যাতন করতো নায়ারণ। রিঙ্কু কে ঘরের মেঝেতে নাকের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথম তার কন্যা সন্তানই দেখতে পায়। মায়ের মুখে রক্ত দেখে চিৎকার করে ছুটোছুটি করে। পরবর্তী সময় পাশের লোকজন এসে প্রথমে কাঁকড়াবন প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়, পরবর্তী সময় সেখান থেকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়ে গোমতী জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্ত এর জন্য স্থানান্তরিত করেছিলো।

গুয়াহাটি বোমা-কাণ্ড : গ্রেফতার অভিনেত্রী ও আলফা নেতা-সহ দুই, বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বহু বিস্ফোরক

গুয়াহাটি, ১৬ মে (হি.স.) : বুধবার রাতে গুয়াহাটি মহানগরে সংগঠিত গ্রেনেড বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে মহিলা-সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মহিলাকে জনপ্রিয় অসমিয়া অভিনেত্রী তথা চিকিৎসক-পত্নী শিবসগরের আমোলাপট্টির বাসিন্দা জাহ্নবী শইকিয়া বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। স্বামী-বিচ্ছিন্না জাহ্নবী গান ও অভিনয় করেন। অন্যজন আলোচনাপন্থী আলফা নেতা প্রাণময় রাজগুরু। আলফা নেতা প্রাণময়কে পাঞ্জাবাড়িতে ওই অভিনেত্রীর ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বহু বিস্ফোরক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর প্রায় সাড়ে চারটা থেকে গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে নামঘর পথে অবস্থিত মসজিদ রোডের ১০ নম্বর বাড়িতে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের পদস্থ অফিসারদের এক দল নিয়ে হানা দেন খোদ পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার। বাড়ির হাইপ্রফাইল ভাড়াটে অভিনেত্রী জাহ্নবী শইকিয়ার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বদ্ধ আলফা নেতা প্রাণময় রাজগুরুকে। বিকেল চারটে পর্যন্ত সংগঠিত অভিযানে অভিনেত্রীর ঘর থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল ৩৫ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, এক্সপোজার তিন ব্যাগ, ৭০ কিলোগ্রাম গ্রেনেড তৈরির বিস্ফোরক সামগ্রী, পরেশ বরুয়ার আলফা (স্বাধীন)-এর পতাকা, আলফাকে লেখা চিঠি, এএস ০১ বিকিউ ৪৪২০ নম্বরের একটি স্কুটি-সহ আরও বহু আপত্তিকর নথি-সামগ্রী। পুলিশের সন্দেহ, এই স্কুটিই গতকাল রাতে সংগঠিত গ্রেনেড হামলায় ব্যবহার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্তকৃত বিস্ফোরকগুলি পরীক্ষা করার জন্য ফরেন্সিক অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নামঘর পথে মসজিদ রোডের ১০ নম্বর বাড়িটি মাত্র দশদিন আগে ভাড়া নিয়েছিলেন জাহ্নবী শইকিয়া। তার মূল বাড়ি শিবসাগরের আমোলাপট্টিতে। ধৃত আলফা নেতা প্রাণময় রাজগুরু প্রায়ই জাহ্নবীর ঘরে যাতায়াত করেন। পুলিশি জেরায় তিনি নাকি বলেছেন, জাহ্নবী তার সম্পর্কিত বোন। সেই সুবাদেই আসা-যাওয়া। আটক জাহ্নবীও নাকি এই সম্পর্কের সত্যতা স্বীকার করেছেন, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

এদিকে তিনি গতকালের বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত নন বলে দাবি করেছেন ধৃত আলফা নেতা প্রাণময় রাজগুরু। অভিযানস্থল থেকে তাকে বের করে নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে তাঁর বক্তব্য, "এ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত নই। তবে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সংগ্রাম সফল হবেই। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। সরকারকে জবাব দেওয়ার কাজ চলছে চলবে।"

প্রসঙ্গত, আরজি বরুয়া রোডে চিড়িয়াখানার অদূরে গুয়াহাটি সেন্ট্রাল (মল)-এর সামনে বুধবার রাত প্রায় ৮.০৫ মিনিট নাগাদ গ্রেনেড হামলা হয়েছিল। গ্রেনেড বিস্ফোরণে জু-রোডের সংশ্লিষ্ট এলাকা নিরীহ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। ঘটনায় আধাসেনা এসএসবি-র দুই জওয়ান-সহ আহত হয়েছেন ১২ জন। ঘটনার পর নিকটবর্তী গীতানগর থানায় এক মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল।

এদিকে পাঞ্জবাড়ির নামঘর পথের ১০ নম্বর বাড়িতে পুলিশি হানা এবং প্রাণময় রাজগুরু ও জাহ্নবী শইকিয়াকে গ্রেফতারের পর স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, এই বাড়িতে গত দশদিন থেকে বহু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির সমাগম লেগেই থাকত। জনৈক চিকিৎসকের পত্নী জাহ্নবী শইকিয়া সম্পর্কেও বহু তথ্য ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে এসেছে। তার মোবাইলের কল লিস্ট থেকে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে, পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে। তবে তদন্তের খাতিরে এই সব তথ্য খোলসা করতে চাইছে না পুলিশ।

এবিভিপিতে ভাঙ্গন, এনএসইউআইতে যোগ আরো ১৫ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন জোট সরকার নির্বাচনের আগে শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ ডকুমেন্টে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকারে আসীন হওয়ার পর সেইসব প্রতিশ্রুতি পালন করছে না বলে অভিযোগ করেছে এনএসইউআই।

রাজ্যের বর্তমান সরকার ছাত্র আন্দোলনের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে এনএসইউআই। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস জানান, ছাত্র আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার চক্রান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি অনুগামী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ছেড়ে সংগঠনের নেতারা এনএসইউআই'র পতাকাতলে শামিল হতে শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আরও ১৫জন নেতাকর্মী এনএসইউআই-এ যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সিপাহীজলা জেলার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দাস, জেলা সদস্য কুলদীপ আচার্য, রাজ্য কমিটির সদস্য রণজিৎ দাস, সায়ন সাহা, বিক্রম দাস, রাহুল দাস, তুষার দেব, বিজয় দেবনাথ, অমিতাব রায়, সাগ্নিক সাহা প্রমুখ।

এনএসইউআই অভিযোগ করেছে বর্তমান সরকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের ভীষণ ডকুমেন্টে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করছে না। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে উঠার চেষ্টা করলে দমনপীড়ন নীতির আশ্রয় নিচ্ছে শাসকদল। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মহাকরণ কর্মচারী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। ভারতীয় মজদুর সংঘের ত্রিপুরা রাজ্য মহাকরণ কর্মচারী সংঘের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠান হয় মহাকরণের মূল প্রবেশ ফটকে। এখানে ভারতীয় মজদুর সংঘের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যবেক্ষক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আগামী ১৮ মে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সংগঠন নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করা ছাড়্যা সমাজকল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বলে জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে পথে নামল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মে ।। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে রাজধানী আগরতলা শহরে বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও ধিক্কার মিছিল সংগঠিত করলো কংগ্রেস। কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সমীর রঞ্জন বর্মন ও দলীয় প্রার্থী সুবল ভৌমিক রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।

গত ১২ মে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের ১৬৮টি বুথে পুনঃভোট সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে শাসকদল বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর ব্যাপক হারে হামলা হুজ্জতি, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, দোকানপাট ভাঙচুর এমনকি কংগ্রেসের দলীয় অফিস ভাঙচুর করতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন পশ্চিম আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিচ্ছেন মিত্যা মামলায় বিরোধীদের ধরপাকড় করার জন্য। পুলিশকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। সুবলবাবু বলেন, যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা গ্রহণ করে হয়রানি করছে পুলিশ। আর যারা আক্রমণ করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের এহেন ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বুধবার এক কংগ্রেস নেতাকে মিথ্যা মামলায় আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের সমালোচনায় মুখর হয়ে সুবলবাবু বলেন, তিনি পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে বড় বড় কথা বলছেন। ত্রিপুরায় শান্তির রাজ করছে বলে দাবি করছেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শান্তির রাজ্যে শান্তি উপভোগ করার জন্য নির্লজ্জভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সুবলবাবু বলেন, এখানে নাড়কীয় অত্যাচার চলছে। দলদাসে পরিণত করা হয়েছে পুলিশকে। বেছে বেছে কংগ্রেস নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে এরই প্রতিবাদে আগরতলা শহরে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল।

পশ্চিম আসনের কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে পশ্চিম আসনে বেশকিছু সংখ্যক বুথে নির্বাচন কমিশন উপভোট ঘোষণা করতে চলেছে। দুই-তিনদিনের মধ্যেই কমিশন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পশ্চিম আসনের প্রতিটি বুথেই পুনরায় ভোটগ্রহণ করার জন্য তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। পশ্চিম আসনের জন্য শীঘ্রই কমিশন আরও কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ সহ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা এইসব বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলেও তিনি জানান। সুবলবাবু বলেন, প্রতিটি মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কংগ্রেস দল ময়দান ছাড়বে না।

পুলওয়ামা এনকাউন্টার : নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম ৩ জন জৈইশ জঙ্গি, সেনা জওয়ান ও সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু

শ্রীনগর, ১৬ মে (হি.স): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ডালিপোরা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৩ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদী। তবে, দুঃসংবাদ হল-জঙ্গি নিকেশ অভিযান চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান। এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। পুলওয়ামা এনকাউন্টার প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে ৩ জন জৈইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল, পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা নাসীর পণ্ডিত, শোপিয়ানের বাসিন্দা উমর মীর এবং পাকিস্তানি নাগরিক খালিদ। এছাড়াও একজন সেনা জওয়ান এবং একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ডালিপোরা এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই সন্দেহজনক ওই বাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে সন্ত্রাসবাদীরা। এরপরই উভয়পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। ঘন্টাখানেকের বেশি সময় ধরে গুলির লড়াই শেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে ৩ জন জেইএম সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় শহিদ হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। এছাড়াও একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা যেই বাড়িতে লুকিয়ে ছিল সেই বাড়ির মালিকের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম হল-রইস আহমেদ দার। আহত হয়েছেন রইসের ভাই ইউনিস আহমেদও। পদস্থ ওই পুলিশ কর্তা আরও জানিয়েছেন, সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থলে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

হিমাচল প্রদেশের কুল্লুতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাস, গুরুতর আহত ৭ জন বিজেপি কর্মী

কুল্লু (হিমাচল প্রদেশ), ১৬ মে (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিজেপি কর্মী-সমর্থক বোঝাই একটি বেসরকারি বাসঊ বৃহস্পতিবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনন্তপক্ষে ৭ জন বিজেপি কর্মীঊ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কুল্লু জেলার বাঞ্জার শহরের উপকণ্ঠে নাগনি গ্রামের কাছেঊ গুরুতর আহত অবস্থায় ৭ জন বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কুল্লুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) রাজকুমার চান্দেল জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে কুল্লু জেলার বাঞ্জার এলাকার নাগনি গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি বেসরকারি বাস। 'সুখদেব ট্রাভেল' সংস্থার ওই বাসে মোট ৪৫ জন বিজেপি-কর্মী সমর্থক ছিলেনঊ রাস্তার ধারে বেসরকারি ওই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৭ জন বিজেপি কর্মীঊ বাসটিও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ গুরুতর আহত অবস্থায় ৭ জন বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাসটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চালকের গাফিলতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

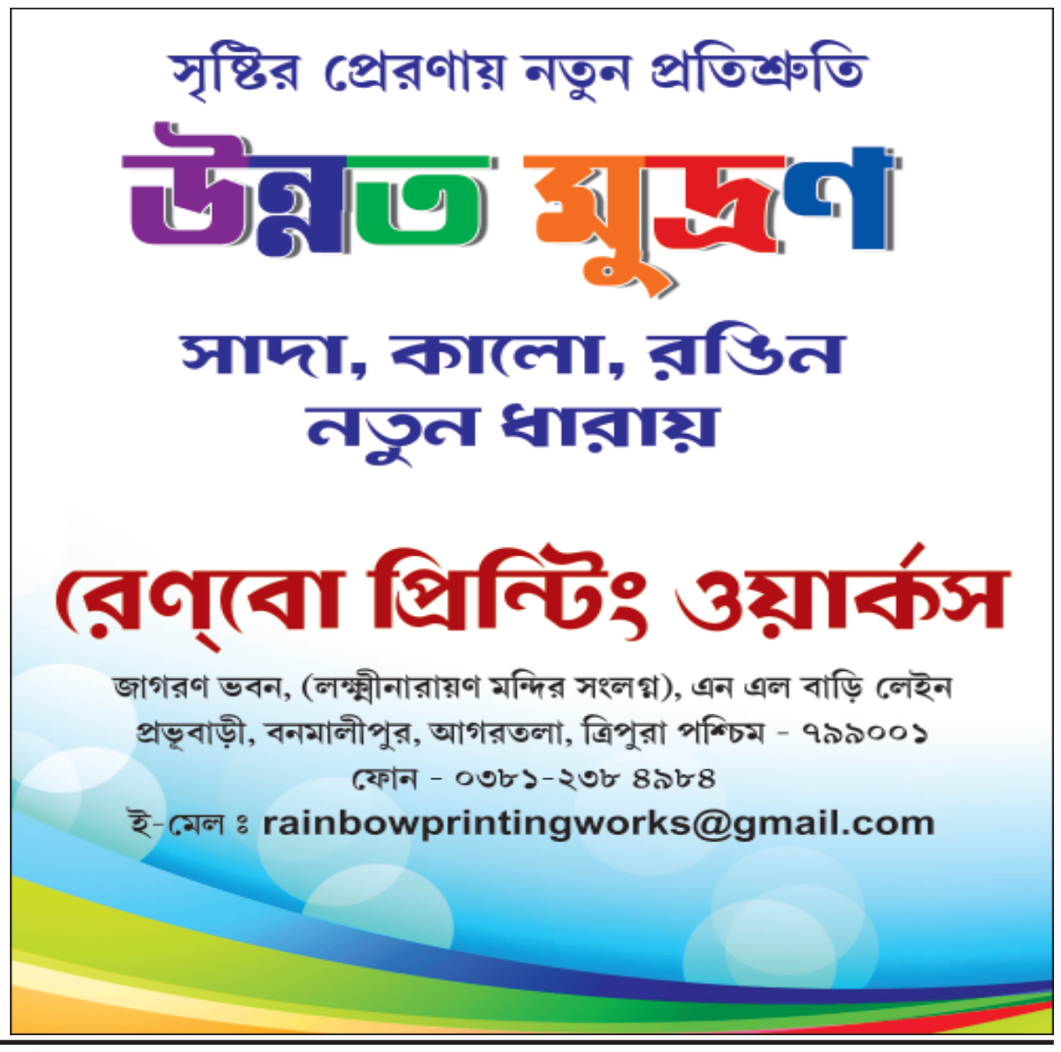

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।